হাদীসের আলোকে

নামাযে আমীন বলার বিধান

লেখক

কাযী মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফী

এম.এম, এম.এফ, এম.তফ (ফার্স্ট ক্লাস)

শায়খুল হাদিস, ছোবহানিয়া আলীয়া কামিল (এম.এ.) মাদরাসা

৩১৫, আছাদ গঞ্জ রোড, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।

الأربعين فى مسئلة التأمين

হাদিসের আলোকে নামাযে আমীন বলার বিধান

: প্রকাশ কাল :
১ম প্রকাশ ১লা নভেম্বর ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ
২য় প্রকাশ ১লা ফেব্রুয়ারী২০১৫খ্রিষ্টাব্দ

সার্বিক সহযোগীতায়: হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফ্তি মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ
অধ্যক্ষ, ছোবহানিয়া আলীয়া কামিল (এম.এ.) মাদ্‌রাসা।
৩১৫,আছদগঞ্জ রোড, পাথর ঘাটা, চট্টগ্রাম।

নিরিক্ষণে : হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুহাম্মদ জুলফিকার আলী চৌধুরী
উপাধ্যক্ষ, ছোবহানিয়া আলীয়া কামিল (এম.এ.) মাদ্‌রাসা।
৩১৫, পাথর ঘাটা রোড, আছদগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

: প্রকাশনায় :
ইমাম আযম (রাহ.) একাডেমী
নাছিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি,
নাছিরাবাদ, চট্টগ্রাম।

: সর্বস্বত্ব :
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

: প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও বর্ণ বিন্যাস:
মুহাম্মদ মোরশেদুল আলম
মনে পড়ে প্রিন্টার্স
৩১৯,আছাদগঞ্জ রোড, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।
০১৮১৩-৫৫৬২৮৯/০১৯৪-৫৭৭৮০৯৩

হাদিয়া–৩৫/- (পয়ঁত্রিশ টাকা মাত্র)

ভূমিকা

الحمد لله ربّ العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين واصحابه الطاهرين وعلى أتباعهم خاصّة على امامنا الأعظم ابى حنيفة امام المسلمين - اما بعد !

রাব্বুল আলামীন এর প্রশংসো ও রাহমাতুললীল আলামীন এর প্রতি দুরূদ সালামের পর বিজ্ঞ পাঠক সমাজের উদ্দেশ্যে আরয এ যে, এতোদিন আমাদের দেশে ইসলামের মূলধারা "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের" আক্বীদা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বহুমুখী ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা অব্যাহত ছিল। সাম্প্রতিক কালে মাযহাব ও তাক্বলীদ এর বিরুদ্ধে আহলে হাদিস তথা লা- মাযহাবীদের লাগামহীন বক্তব্য বিভ্রান্তিকর লেখনী আশংকা জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত "ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া গুলোর মধ্যে কয়েকটি চ্যানেল এ অপতৎপরতায় লিপ্ত। বিশ্ব মুসলিম চার মাযহাব যথাক্রমে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী - এর কোন না কোন একটির অনুসরণ করে আসছে। বাংলাদেশ হানাফী মুসলমান অধ্যুষিত দেশ বিধায়, কয়েকটি "চ্যানেল" বিশেষ করে হানাফী মুসলমানদের "নামায আদায় পদ্ধতি" নিয়ে সদা বিভ্রান্তিকর, মনগড়া ও ভিত্তিহীন বক্তব্য প্রচার করে আসছে। এতে আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ মুসলমানগণ বিশেষ করে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে এবং বারশত বৎসরকাল ধরে আসা "হানাফী মাযহাবের" ব্যাপারে তাঁদের মনে নানা প্রশ্নের অবতারণা হচ্ছে।

এ ধরণের একটি মাসআলা হল- নামাযে "আমীন" কিভাবে বলবে? এক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে উচ্চস্বরে আমীন বলার বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে এতদঞ্চলে দীর্ঘ দিন ধরে চলমান হানাফী পদ্ধতিকে অস্বীকার করছে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এর হাত থেকে মুসলমানদের ঈমান আমল রক্ষা করা সময়ের দাবী। এ দাবী পূরণে অধমের এ সামান্য উদ্যোগ। সেহাহ্ সিত্তা ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থ্ সমূহ থেকে নামাযে চুপি স্বরে আমীন বলার হাদিস সমূহ পেশ করা হল। আশা করি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ পুস্তিকা পাঠ করত: হানাফী মুসলমানগণ সজাগ ও সর্তক হবার সুযোগ লাভ করবেন। অসর্তকতাবশত : কোন তথ্যগত ভুল কারো দৃষ্টি গোচর হলে এ অধম কে জানিয়ে ধন্য করবেন। আমীন বেহুরমাতে ছাইয়্যেদিল মুরছালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়াল আইম্মাতিল মুজতাহেদীন।

লেখক-
কাযী মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন আশরাফী এম.এম, এম. এফ, এম. তফ (ফার্স্ট ক্লাস)
শায়খুল হাদিস, ছোবহানিয়া আলীয়া কামিল (এম.এ.) মাদ্‌রাসা
৩১৫,আছদগঞ্জ রোড, পাথর ঘাটা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকের কথা:

মাযহাবের দিক থেকে এ উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী। যুগ যুগ ধরে এ মাযহাব অনুসারে তারা ইবাদাত মোয়ামালাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিধি-বিধান পালন করে আসছে এবং এ মাযহাবের অনেক বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম ফিক্‌হ -ফাতওয়ার উপর অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার খ্যাতি বিশ্বময়। বর্তমানে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের বদৌলতে কিছু আলিম এদেশের সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা হাদিসের বরাত দিয়ে হানাফী বিরোধী বিভিন্ন অপ্রচার চালাচ্ছে আসলে তারা হল লা-মাযহাবী। একজন হানাফী মাযহাবের অনুসারীর পক্ষে তাদের ফাতওয়ার অনুসরণ কিছুতেই উচিৎ নয়। কেননা চার মাযহাবের কোন একটি মাযহাব অনুসরণ করা ওয়াজিব। যেহেতু হানাফী মাযহাব সবচেয়ে প্রাচীন এবং পবিত্র কুরআন -সুন্নাহ, ইজমা-কিয়াসের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই তাদের উপস্থাপিত হাদিসের জবাব এবং হানাফী মাযহাবের অনুকূলে যে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য ও সহীহ হাদিস রয়েছে, তা জন সমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন, গবেষক, শায়খুল হাদিস মুফতী কাযী মোহাম্মদ মুঈনুদ্দীন আশরাফী সাহেব (মা.জি.আ.) এ রিসালাটি প্রনয়ণ করেছেন। যেখানে নামাযে সুরায়ে ফাতেহার পর ইমাম ও মুক্তাদি "আমীন" কিভাবে বলবে তা দলীলাদির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। উভয় ধরনের হাদিস উল্লেখ করে হাদিসের প্রকৃত মর্ম ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভ্রান্তি নিরসনে চেষ্টা করেছেন।

আশা করি রিসালাটি পাঠ করে সকলেই উপকৃত হবেন। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করছি।

ড. আ.ন.ম মুনির আহমদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

হাদিস শরীফ নং - ১

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمى مولى ابى بكر عن ابى صالح السمان عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولاالضالين فقولوا آمين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه-

হযরত ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইছমাঈল বুখারী (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে মাছলামা, ইমাম মালেক, ছুমাই, আবু ছালেহ সাম্মান রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যখন ইমাম "**গাইরিল মাগ্‌দুবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন**" বলবে তখন তোমরা "**আমীন**" বল। কারণ যার শব্দ ফেরেশতাদের শব্দের সাথে একত্রিত হবে, তার পূর্বেকার পাপরাজি মাফ করে দেয়া হবে।

বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০৮, প্রকাশক মাকতাবা-এ- রশিদীয়া, দিল্লী, ভারত, প্রকাশকাল-১৩৭৫।

আলোচ্য হাদিস শরীফ দ্বারা "**উচ্চ স্বরে আমীন**" বলা সরাসরি নির্দেশ প্রমাণিত হয় না। বরং ইমাম সাহেব "সূরা ফাতেহা" পাঠ করলে মুকতাদিগণকে আমীন বলার নির্দেশই স্পষ্টতঃ প্রমাণিত। যদিও ইমাম বুখারী (রহ.) আলোচ্য হাদিস শরীফটি باب جهر الماموم بالتامين অর্থাৎ মুকতাদী আমীন উচ্চ স্বরে বলা অধ্যায় শিরোনামে বিন্যাস করেছেন। এ প্রসংগে হযরত শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন-

انت تعلم ان ما وقع فى حديث الباب من قوله اذا قال الائمة الخ لايدل على ترجمة الباب ظاهرا ولهذا استدل بهذا الحديث من قال بان التامين للماموم دون الامام -

অর্থাৎ তুমি জান যে, উপরোক্ত শিরোনামের সাথে বর্ণিত হাদিস শরীফের সাথে স্পষ্টতঃ মিল নেই। তাইতো অনেকে আলোচ্য হাদিস শরীফ দ্বারা এ বিষয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন যে, "**আমীন**"বলার বিধান মুকতাদির জন্য প্রযোজ্য ইমামের জন্য নয়। (শরহ তারাজুমে আবওয়াবে বুখারী পৃষ্ঠা-২৫)

কেউ বলতে পারে যে, ইমাম ইবনু হাজর আসকালানী (রহ.) বলেছেন-

مناسبة الحديث الترجمة من جهة ان فى الحديث الامر بقول أمين والقول اذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر ومتى اريدبه الاسرار وحديث النفس قيد بذالك -

অর্থাৎ আলোচ্য হাদিস শরীফ এবং তার "শিরোনাম" এর সাথে সামঞ্জস্য এভাবে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য হাদিস শরীফে "**আমীন**" বলার নির্দেশ এসেছে فقولوا آمين অর্থাৎ

তোমরা "আমীন" বল। আর قـــول 'কউল' শব্দটি যখন শর্তহীনভাবে বর্ণিত হয় তখন "উচ্চ স্বরে বলার" অর্থ বুঝায় আর যখন "চুপি স্বরে বা মনে মনে" বলার অর্থ হয় তখন তার সাথে ঐ অর্থ বোধক শব্দ সংযুক্ত করা হয়। সুতরাং এখানে যেহেতু "শর্তহীন" ভাবে বর্ণিত হয়েছে সাথে উপরোক্ত অর্থ বোধক কোন শব্দ সংযুক্ত নেই সেহেতু এখানে فـقـولوا آمين এর অর্থ হবে "তোমরা উচ্চ স্বরে আমীন বল।

এ ব্যাখ্যার জবাবে জোরালোভাবে বলা যায় আলোচ্য হাদিসের কয়েক অধ্যায় পরে রুকু থেকে উঠে "রাব্বানা লাকাল হামদু" বলার ফযিলত সম্বলিত অধ্যায়ে একইভাবে নির্দেশ বর্ণিত। যথা–

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمى عن ابى صالح عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنالك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه–

অর্থাৎ হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে ইউছুফ, ইমাম মালেক, ছুমাই, আবু ছালেহ রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন– নিশ্চয় রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– যখন ইমাম "ছামেআল্লাহু লেমান হামেদাহু" বলবে। তখন তোমরা "রাব্বানা লাকাল হামদু" বল। কেননা যার শব্দ বা উক্তি ফেরেশতাগণের শব্দের সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা– ১০৯)

আলোচ্য দু'টি হাদিস শরীফ এর মধ্যে অনন্য ধরণের মিল রয়েছে। প্রথমত: সনদ বা বর্ণনা সূত্রে শুধু মাত্র প্রথম ব্যক্তির মধ্যে ভিন্নতা। অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহ.) প্রথম হাদিস শরীফটি তাঁর ওস্তাদ আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় হাদিস শরীফটি তাঁর ওস্তাদ আবদুল্লাহ ইবনে ইউছুপ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণ উভয় বর্ণনা সূত্রে অভিন্ন ব্যক্তিবর্গ। দ্বিতীয়ত: উভয় হাদিস শরীফে বর্ণিত ফযিলত ও অভিন্ন। তৃতীয়ত: উভয় হাদিস শরীফে قـــولـــوا নির্দেশ সূচক বাক্যও অভিন্ন। শুধু পার্থক্য এখানে – প্রথমোক্ত হাদিস শরীফে "আমীন" বলার ফযিলত আর দ্বিতীয় হাদিস শরীফে "রাব্বানালাকাল হামদু" বলার ফযিলত।

অতএব, প্রথম হাদিস শরীফে বর্ণিত قـــولـــوا তোমরা বল। নির্দেশসূচক বাক্য দ্বারা যদি "উচ্চ স্বরে" বলা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে দ্বিতীয় হাদিস শরীফের একই قـولـوا দ্বারা কিভাবে চুপি স্বরে বলা উদ্দেশ্য হবে। অথচ কোন মাযহাবেই মুকতাদিগণ "রাব্বানালাকাল হামদু" উচ্চ স্বরে বলে না। বরং চুপি স্বরে বলে। সুতরাং আলোচ্য প্রথম হাদিস শরীফের সাথে "শিরোনামের" সামঞ্জস্য না থাকা প্রসংগে হযরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী

Yaadi.blogspot.com

(রা.) এর মন্তব্যই যুক্তিযুক্ত সাথে সাথে হানাফী ও মালেকীদের নামাযে "আমীন" চুপি স্বরে বলার যৌক্তিকতা ও প্রমাণিত হলো।

এভাবে হাদিস শরীফে আরো অনেক বিষয়ে قولوا "তোমরা বল"। নির্দেশসূচক বাক্য বর্ণিত হয়েছে। অথচ ঐ সব ক্ষেত্রে কেউ উচ্চ স্বরেই বলে এমনটি নির্দিষ্ট নয়। যেমন আযানের জবাব দেয়ার নির্দেশনায় এমন নির্দেশ বর্ণিত। অথচ "রাব্বানা লাকাল হামদ্" বা আযানের জবাবে "উচ্চ স্বরে" বলতে হবে এমন মত তাঁরাও পোষণ করেন না, যাঁরা নামাযে "আমীন" উচ্চ স্বরে বলা নিয়ে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত।

হাদিস শরীফ নং- ২

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم آمين وقالت الملائكة فى السماء آمين فوافقت احداهما الاخرى غفرله ما تقدم من ذنبه-

হযরত ইমাম বুখারী (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে ইউছুপ, ইমাম মালেক, আবুয যিনাদ, আ'রাজ রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ আমীন বলবে, আর ফেরেশতাগণ আসমানে আমীন বলবে, অত:পর একটি অপরটি একই সাথে হয়। তখন তার পূর্বেকার পাপরাজি ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা - ১০৮)

আলোচ্য হাদিস শরীফে নামাযে 'আমীন' উচ্চ স্বরে বলতে হবে মর্মে কোন স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। বরং এখানে শুধুমাত্র আমীন বলার ফযিলতই বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস শরীফ নং - ৩

حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابى سلمة ابن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين-

হযরত ইমাম বুখারী (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে ইউছুপ, ইমাম মালেক, ইবনু শিহাব যুহরী, সাঈদ ইবনে মুছাইয়্যাব ও আবু সালমা ইবনে আবদির রহমান রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন ইমাম আমীন বলবে তোমরা

আমীন বল। কেননা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন একই সাথে হবে তার পূর্বে কার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনু শিহাব যুহরী (রা.) বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম "আমীন" বলতেন। এটা ইমাম যুহরী (রা.) فـامـنـوا অর্থাৎ তোমরা আমীন বল অংশের ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছেন। (বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০৮)

আলোচ্য হাদিসেও নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে বলার কোন নির্দেশনা বিদ্যমান নেই।

হাদিস শরীফ নং- ৪

حدثنا يحى بن يحى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابى سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين-

হযরত ইমাম আবুল হাসান আসাকিরুদ্দীন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ কুশাইরী (রা.) ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, ইমাম মালেক, ইবনু শিহাব, সাঈদ ইবনে মুছায়্যাব, আবু সালামা ইবনে আবদির রহমান রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যখন ইমাম "আমীন" বলবে, তখন তোমরা আমীন বল। কেননা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনু শিহাব যুহরী (রা.) বলেন - রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম "আমীন" শব্দ বলতেন। এটা মূলতঃ فـامـنـوا বাক্যের তাফসীর বা ব্যাখ্যা হিসেবে ইবনু শিহাব যুহরী (রা.) বলেছেন। (মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৬) (প্রকাশক:- মাকতাবা-এ- রশিদীয়া, দিল্লী, ভারত। প্রকাশ কাল ১৩৭৬ হি.)

আলোচ্য হাদিস শরীফেও "উচ্চ স্বরে" "আমীন" বলার কোন স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। সুতরাং মুকতাদি অন্যান্য বিষয়ের মত আমীনও চুপি স্বরে বলবে।

হাদিস শরীফ নং - ৫

حدثنى حرملة بن يحى قال حدثنى ابن وهب قال اخبرنى عمرو ان ابايونس حدثه عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم فى الصلوة آمين والملائكة فى السماء آمين فوافق احداهما الاخرى غفرله ما تقدم من ذنبه-

হযরত ইমাম মুসলিম (রা.) হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া, ইবনু ওহাব, আমর ও আবু ইউনুছ

রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন - নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- তোমাদের কেউ একজন যখন নামাযে আমীন বলবে আর ফেরেশতাগণ আসমানে আমীন বলবেন, অত:পর একটা ও অপরটা একই সময়ে মিলে যাবে। তখন তার পূর্বেকার পাপরাজি ক্ষমা করে দেয়া হবে। (মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৬)

আলোচ্য হাদিস শরীফ স্পষ্টত: একা নামায আদায়কারী। জামাতে নামায আদায়কারীর নামাযে আমীন বলার বিধান বর্ণিত হয়েছে। যারা নামাযে "আমীন" উচ্চ স্বরে বলে তখন তাঁরা একা নামায আদায় এর ক্ষেত্রে উচ্চ স্বরে বলেন না। তদপুরি আলোচ্য হাদিস শরীফেও উচ্চ স্বরে "আমীন" বলার নির্দেশনা সূচক কোন বাক্য স্পষ্টত: বর্ণিত নেই।

হাদিস শরীফ নং - ৬

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبی قال نا المغیرة عن ابی الزناد عن الأعرج عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قال احدکم آمین والملائکة فی السماء آمین فوافقت احداهما الاخری غفرله ما تقدم من ذنبه-

হযরত ইমাম মুসলিম (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা কা'নাভী , মুগীরা, আবুয যিনাদ ও আ'রাজ এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন আমীন বলবে আর ফেরেশতাগণ আসমানে আমীন বলবেন। একটা অপরটা একই নিয়মে মিলিত হলে পরে তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মার্জনা করা হবে। (মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৬)

আলোচ্য হাদিস শরীফেও উচ্চ স্বরে আমীন বলার নির্দেশসূচক কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই। সাথে সাথে আলোচ্য হাদিসে নামাযের বিষয়টিও স্পষ্টভাবে বর্ণিত নেই।

হাদিস শরীফ নং- ৭

حدثنا محمد بن رافع قال نا عبد الرزاق قال نا معمر عن همام بن منبه عن ابی هریرة عن النبی صلی الله علیه وسلم مثله-

ইমাম মুসলিম (রা.) মুহাম্মদ ইবনে রা'ফে, আবদুর রাযযাক, মা'মার, হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ ও হযরত আবু হোরায়রা রাদি আল্লাহ আনহুম এর সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ (৪নং হাদিস শরীফের মত) বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৬)

হাদিস শরীফ নং -৮

حدثنى حرملة بن يحى قال انا ابن وهب قال اخبرنى يونس عن ابن شهاب قال اخبرنى سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ولم يذكر قول ابن شهاب-

হযরত ইমাম মুসলিম (রা.) হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া, ইবনু ওহাব, ইউনুচ, ইবনু শিহাব, সাঈদ ইবনে মুছাইয়াব এবং আবু সালামা ইবনে আবদির রহমান রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে বর্ণনা করেন- নিশ্চয় হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেছেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। অত:পর ইমাম মালেক (রা.) বর্ণিত হাদিস (২নং হাদিস শরীফ) হুবহু বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শেষোক্ত বর্ণনায় ইবনু শিহাবের উক্তি যা ২নং হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে তা তিনি [ইউনুচ (রা.)] উল্লেখ করেননি। (মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৬)

হাদিস শরীফ নং - ৯

حدثنا قتيبة بن سعيد قال نا يعقوب ابن عبد الرحمن عن سهيل عن ابيه عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال القارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول اهل السماء غفرله ماتقدم من ذنبه-

হযরত ইমাম মুসলিম (রা.) কুতায়বা ইবনে সাঈদ, ইয়াকুব ইবনে আবদির রহমান সুহাইল ও তাঁর পিতার সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যখন তেলাওয়াত কারী "গায়রিল মাগদুবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" বলবে তখন তার পেছনের ব্যক্তি (মুকতাদি) আমীন বলল। অত:পর তার বলা আসমানবাসীদের (ফেরেশতাদের) আমীন বলার সাথে মিলে গেল। তখন তার পূর্বেকার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৬)

আলোচ্য হাদিস শরীফেও উচ্চ স্বরে আমীন বলার কোন নির্দেশনা উপস্থিত নেই।

মুক্তাদির আমীন আর ফেরেশতাদের আমীন পরস্পর একই রূপ হবার ব্যাখ্যায় হাদিস বিশারদগণ বলেন- মুকতাদির বৈশিষ্ট্য আন্তরিকতা ও একাগ্রতায় ফেরেশতাদের সাথে মিল থাকা। এ ব্যাখ্যা হযরত কাযী আয়ায মালেকী (রা.) এর। অথচ এর অর্থ মুকতাদি ও ফেরেশতাদের আমীন বলা একই সময়ে হওয়া। এটাই বিশুদ্ধতর মত। (শরহে নওয়াভী পৃষ্ঠা- ১৭৬)

হাদিস শরীফ নং- ১০

اخبرنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن الزبيدى قال اخبرنى الزهرى عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا امن القارى فامنوا فان الملائكة تومن فمن وافق تامينه تامين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه-

হযরত হাফেয ইমাম আবু আবদির রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব ইবনে আলী নাসায়ী (রা.) আমর ইবনে ওছমান, বকীয়া, যুবায়দী, যুহরী ও আবু সালামা রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন তেলাওয়াতকারী যখন আমীন বলবে, তোমরা আমীন বল। নিশ্চয় ফেরেশতাগণও আমীন বলেন। অতএব যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের একই সাথে হবে, তার পূর্বেকার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (নাসায়ী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০৭, প্রকাশক- মাকতাবা-এ- রহিমায়া, উকলা, নতুন দিল্লী, ভারত। প্রকাশকাল -১৩৫০)

আলোচ্য হাদিস শরীফেও নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে বলার কোন নির্দেশনা উপস্থিত নেই।

হাদিস শরীফ নং- ১১

اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا امن القارى فامنوا فان الملائكة تومن فمن وافق تامينه تامين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه-

হযরত হাফেয ইমাম আবু আবদির রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব ইবনে আলী নাসায়ী (রা.) মুহাম্মদ ইবনে মনছুর, যুহরী ও সাঈদ ইবনে মুছাইয়্যব রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন তেলাওয়াতকারী যখন আমীন বলবে, তোমরা আমীন বল। নিশ্চয় ফেরেশতাগণও আমীন বলেন। অতএব যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের একই নিয়মে হবে, তার পূর্বেকার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (নাসায়ী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০৭)

হাদিস শরীফ নং- ১২

اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وابى سلمة انهما اخبراه عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فمن وافق تامينه تامين الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه-

হযরত ইমাম নাসায়ী (রা.) কুতায়বা, ইমাম মালেক, ইবনু শিহাব যুহরী, সাঈদ ইবনে

Yaadi.blogspot.com

মুছাইয়্যাব ও আবু সালমা রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন ইমাম আমীন বলবে তোমরা আমীন বল। কেননা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন একই নিয়মে হবে তার পূর্বে-কার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনু শিহাব যুহরী (রা.) বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম "আমীন" বলতেন। এটা ইমাম যুহরী (রা.) فـامنـوا অর্থাৎ "তোমরা আমীন বল" অংশের ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছেন। (নাসায়ী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০৭)

আলোচ্য হাদিস শরীফেও উচ্চ স্বরে আমীন বলার কোন নির্দেশনা বর্ণিত নেই।

হাদিস শরীফ নং - ১৩

اخبـرنا قتيبة عن مالك عن سمى عن ابى صالح عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صـلى الله عليه وسـلـم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه-

ইমাম নাসায়ী (রা.) কুতায়বা, ইমাম মালেক, ছুমাই, আবু ছালেহ রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন - নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যখন ইমাম "গায়রিল মাগ্‌দুবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়া'লীন" বলবে, তখন তোমরা "আমীন" বল। কারণ যার শব্দ ফেরেশতাদের শব্দের সাথে হবে। তার পূর্বেকার পাপরাজি মাফ করে দেয়া হবে। (নাসায়ী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১০৭)

আলোচ্য হাদিসেও নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে বলার কোন বর্ণনা অনুপস্থিত।

হাদিস শরীফ নং -১৪

اخبـرنـا قتيبة عـن مـالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عـليـه وسلم قال اذا قال احدكم آمين وقالت الملائكة فى السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفرله ما تقدم من ذنبه-

ইমাম নাসায়ী (রা.) কুতায়বা, ইমাম মালেক, আবুয যিনাদ, আ'রাজ রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ আমীন বলবে, আর ফেরেশতাগণ আসমানে আমীন বলবে। অত:পর একটি অপরটি একই নিয়মে হয় তখন তার পূর্বেকার পাপরাজি ক্ষমা করে দেয়া হবে। (নাসায়ী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা - ১০৭ ও ১০৮) এ হাদিস শরীফেও নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে বলার কোন প্রমাণ নেই।

হাদিস শরীফ নং- ১৫

حدثنا القعنبی عن مالك عن سمی مولی ابی بكر عن ابی صالح السمان عن ابی هريرة ان النبی صلی الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فانه من وافق تامينه تامين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه-

ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে আশয়াছ আচ্ছাজিস্তানী (রা.) মাসলামা কা'নাভী, ইমাম মালেক, ছুমাই, আবু ছালেহ ছম্মান রাদিআল্লাহু আনহু এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যখন ইমাম "গাইরিল মাগদুবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়া'লীন" বলবে তখন তোমরা "আমীন" বল। কারণ যার শব্দ ফেরেশতাদের শব্দের সাথে একই নিয়মে হবে তার পূর্বেকার পাপরাজি মাফ করে দেয়া হবে। (আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৫। প্রকাশক- মাকতাবা-এ- রহিমীয়া, দেউবন্দ, প্রকাশকাল- ১৩৯২ হি.)

আলোচ্য হাদিস শরীফেও নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে বলার কোন নির্দেশনা বিদ্যমান নেই।

হাদিস শরীফ নং ১৬

حدثنا القعنبی عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابی سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابی هريرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول آمين-

হযরত ইমাম আবু দাউদ (রা.) মাসলামা কা'নাভী, ইমাম মালেক, ইবনু শিহাব যুহরী, সাঈদ ইবনে মুছাইয়্যাব ও আবু সালামা ইবনে আবদির রহমান রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন ইমাম আমীন বলবে তোমরা আমীন বল। কেননা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন একই নিয়মে হবে তার পূর্বে কার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনু শিহাব যুহরী (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম "আমীন" বলতেন। এটা ইমাম যুহরী (রা.) فامنوا অর্থাৎ তোমরা আমীন বল অংশের ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছেন। (আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৫)

এ হাদিস শরীফেও নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে বলার কোন প্রমাণ বর্ণিত নেই।

Yaadri.blogspot.c

হাদিস শরীফ নং- ১৭

حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء نا زيد بن حباب قال حدثنا مالك بن انس نا الزهرى عن سعيد بن المسيب وابى سلمة عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه-

ইমাম আবু ঈছা মুহাম্মদ ইবনে ছওরা তিরমিযী (রা.) আবু কুরায়ব, মুহাম্মদ ইবনে আলা, যায়দ ইবনে হুবাব, ইমাম মালেক, যুহরী, সাঈদ ইবনে মুছাইয়্যাব ও আবু সালামা রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন ইমাম আমীন বলবে তোমরা আমীন বল। কেননা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন একই নিয়মে হবে তার পূর্বেকার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনু শিহাব যুহরী (রা.) বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম "আমীন" বলতেন। এটা ইমাম যুহরী (রা.) فامنوا অর্থাৎ "তোমরা আমীন বল" অংশের ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছেন। (তিরমিযী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪)

আলোচ্য হাদিস শরীফেও আমীন বড় আওয়াযে বলার কোন নির্দেশনা বিদ্যমান নেই।

হাদিস শরীফ নং- ১৮

حدثنا يحى بن محمد بن صاعد ثنا ابو الاشعث ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر ابى العنبس عن علقمة ثنا وائل او عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين واخفى بها صوته ووضع يده اليمنى على اليسرى وسلم عن يمينه وعن شماله-

হযরত ইমাম হাফেয, আলী ইবনে ওমর দারাকুতনী ইয়াইয়া ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সায়েদ আবুল আশ'আছ, ইয়াযিদ ইবনে যুরাই, শো'বা, সালমা ইবনে কুহাইল, হুজুর আবিল আমবাছ, আলক্বামা রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াআলীহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে নামায পড়েছি। তখন আমি তাকে শুনলাম যে, তিনি যখন 'গাইরিল মাগদুবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন' তেলাওয়াত করলেন - আমিন বললেন এবং চুপি স্বরে বললেন। আর তার ডান হাত মুবারক বাম হাত মুবারকের উপর রাখলেন। আর তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফেরালেন।

হাদিস শরীফ নং – ১৯

اخبرنا ابو طاهر الفقيه انبأ ابو بكر القطان ثنا احمد بن منصور المروزى ثنا النضر بن شميل انبأ محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال القارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال خلفه آمين فوافق ذالك قول اهل السماء آمين غفرله ما تقدم من ذنبه–

হযরত ইমাম বায়হাকী (রা.) আবু তাহের ফকীহ, আবু বকর আল কাত্তান, আহমদ ইবনে মনছুর আল মারওয়াযী, নদর ইবনে শুমাইল, মুহাম্মদ ইবনে আমর ও আবু সালমা রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসুলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– তেলাওয়াতকারী যখন 'গাইরিল মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন' বলবে অত:পর তাঁর পেছনে মুক্তাদি 'আমীন' বলবে, আর তা আসমানবাসীদের আমীনের একই নিয়মে হবে। তার পূর্বেকার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে (আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা – ৫৫) প্রকাশক: দারুল মারেফাত, বৈরুত, লেবনান।

আলোচ্য হাদিসেও আমীন উচ্চ স্বরে বলার কোন প্রমাণ উপস্থিত নেই।

হাদিস শরীফ নং– ২০

اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن ابى السرى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولو آمين فان الملائكة تقول آمين والامام يقول آمين فمن وافق تامينه تامين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه–

হযরত ইমাম আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে হিব্বান আত্‌তামীমী (রা.) ইবনু কুতায়বা,ইবনু আবি ছিররী, আবদুর রায্‌যাক, মা'মার, ইমাম যুহরী ও সাঈদ ইবনে মুছাইয়্যাব রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম বলেন, ইমাম যখন "গাইরিল মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" বলবে, তোমরা বল আমীন। কেননা, ফেরেশতাগণ বলেন আমীন। ইমাম বলেন আমীন। অতএব যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের মত হবে। তার পূর্বেকার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (ছহীহ ইবনু হিব্বান পৃষ্ঠা– ৩৪৬, প্রকাশক– বায়তুল আফকারিদ্দৌলিয়া, লেবনান, প্রকাশকাল –২০০৪)

হাদিস শরীফ নং –২১

انا ابو طاهر نا ابو بكر نا علي بن خشرم اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول اذا كبر الامام فكبروا واذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين-

হযরত ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইছহাক ইবনে খুযায়মা আসসুলামী আন্‌নিশাপুরী (রা.) আবু তাহের, আবু বকর, আলী ইবনে খাশরাম,ঈছা ইবনে ইউনুচ, আ'মাশ ও আবু ছালেহ রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষাদান করত: বলেন ইমাম যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তাকবীর বল। আর ইমাম যখন "গাইরিল মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" বলবে, তখন তোমরা বল, আমীন।
(সহীহ ইবনে খুযায়মা ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৭৬০। আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, লেবনান, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল-২০০৩,১৪২৪হি.)

আলোচ্য হাদিস শরীফে ও নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে বলার কোন নিদের্শনা নেই। বরং, এতে আমিন চুপি স্বরে বলার পক্ষেই শক্তিশালী যুক্তি বিদ্যমান। কেননা, মুক্তাদিগণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, ইমাম যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও 'তাকবীর' বল। আর নিশ্চয় তাকবীর বলবে চুপি স্বরে। অতএব, একই নিয়মে আমিন ও বলা হবে চুপি স্বরে।

হাদিস শরীফ নং-২২

اخبرنا جرير عن ليث بن ابى سليم عن كعب عن ابى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام ولاالضالين فقال آمين فوافق تامين اهل الارض تامين الملائكة اهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه ومثل من لايقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فافترعوا فخرجت سهمانهم قبل ان يخرج سهمه فقال مالى لايخرج سهمى فقيل لم تقل آمين-

হযরত ইমাম ইছহাক ইবনে ইব্রাহিম ইবনে মাখলাদ আল হানযালী আল মারওয়াযী (রা.) জরীর, লাইছ ইবনে আবি ছুলাইম ও কা'ব রাদিআল্লাহ আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ইমাম যখন "ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" বলবে, তখন মুক্তাদী আমীন বলবে। তখন যমীনবাসীর আমীন বলা আসমানবাসী ফেরেশতাদের আমীন বলা একই নিয়মে হলে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আমীন বলে না, তার দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মত যে একদল মানুষের সাথে জিহাদে

অংশ গ্রহণ করল। অতঃপর তারা যুদ্ধ লব্ধ মাল বন্টনের উদ্দেশ্যে লটারী করল। এতে অন্যদের সবার অংশ বেরিয়ে আসল ঐ ব্যক্তির অংশের আগে। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, আমার কি হয়েছে যে, আমার অংশ বেরিয়ে আসছে না। তখন তাকে বলা হবে যে, নিশ্চয় তুমি আমীন বলনি। (মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াই পৃষ্ঠা- ১৪৭। প্রকাশক- দারুল কিতাবিল আরবী, বৈরুত, লেবনান।)

হাদিস শরীফ নং- ২৩

اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ نا ابو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم المصرى ثنا ابى وشعيب بن الليث قالا حدثنا الليث بن سعد واخبرنا ابو عبد الله قال وانا احمد بن سليمان الفقيه نا محمد بن الهيثم القاضى نا سعيد بن ابى مريم نا الليث بن سعد حدثنى خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن نعيم المجمر قال كنت و راى ابى هريرة وفى حديث عبد قال صليت وراء ابى هريرة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ ام القرأن حتى بلغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين-

হযরত ইমাম বায়হাকী (রা.) মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ আল হাফেয, আবুল আব্বাছ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব, মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আবদিল হাকীম মিছরী, আবদুল্লাহ ইবনে আবদিল হাকীম, শোয়াইব ইবনে লাইছ, লাইছ ইবনে ছাআদ, আবু আবদিল্লাহ, আহমদ ইবনে সুলাইমান আল ফকীহ, মুহাম্মদ ইবনে হাইসাম আলকাযী,সাঈদ ইবনে আবি মরইয়াম, লাইছ ইবনে সা'আদ, খালেদ ইবনে ইয়াযিদ, সাঈদ ইবনে আবি হেলাল রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে নুআইম আল মুজমির থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমি হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর পেছনে একতেদা করেছিলাম। আর আবদুল হাকীম এর হাদিসে বর্ণিত আছে আমি হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এর পেছনে নামায আদায় করেছি। তিনি "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" পড়লেন। অতপর সূরা ফাতেহা পড়লেন এবং ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন পর্যন্ত পড়ে আমীন বললেন এবং মুকতাদিগণ ও আমীন বললেন। (আসসূনানুস সুগরা লিল বায়হাকী ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩২। আল মুস্তাদরাকলিল হাকেম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৫৭)

Yaadh.blogspot.com

হাদিস শরীফ নং- ২৪

مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابى سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين-

ইমাম মালেক (রা.) ইবনু শিহাব যুহরী, সাঈদ ইবনে মুছাইয়্যাব ও আবু সালমা ইবনে আবদির রহমান রাদিআল্লাহু আনুহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন ইমাম আমীন বলবে তোমরা আমীন বল। কেননা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন একই সাথে হবে তার পূর্বে-কার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। ইবনু শিহাব যুহরী (রা.) বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম "আমীন" বলতেন। এটা ইমাম যুহরী (রা.) فامنوا অর্থাৎ তোমরা আমীন বল অংশের ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছেন। (আল মুয়াত্তা পৃষ্ঠা- ৩০ ماجاء فى التامين خلف الامام)

আলোচ্য হাদিসেও আমীন উচ্চ স্বরে বলার প্রমাণ নেই।

হাদিস শরীফ নং- ২৫

مالك عن سمى مولى ابى بكر عبد الرحمن عن ابى صالح السمان عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فانه من وافق قوله قول الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه-

হযরত ইমাম মালেক (রা.) ছুমাই, আবু ছালেহ আচ্ছাম্মান রাদিআল্লাহু আনহুমা এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন-নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যখন ইমাম "গাইরিল মাগ্‌দুবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়া'লীন" বলবে তখন তোমরা "আমীন" বল। কারণ যার শব্দ ফেরেশতাদের শব্দের সাথে একত্রিত হবে। তার পূর্বেকার পাপরাজি মাফ করে দেয়া হবে।

আল মুয়াত্তা, পৃষ্ঠা- ৩০ باب ماجاء فى التامين خلف الامام

হাদিস শরীফ নং - ২৬

مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم آمين قالت الملائكة فى السماء آمين فوافقت احداهما الاخرى غفرله ما تقدم من ذنبه-

হযরত ইমাম মালেক (রা.) আবুয যিনাদ (আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান) আ'রাজ (আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয) রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ আমীন বলবে। আর ফেরেশতাগণ আসমানে আমীন বলবে। অত:পর একটি অপরটি একই সময়ে হয়। তখন তার পূর্বেকার পাপরাজি ক্ষমা করে দেয়া হবে (আল মুয়াত্তা, পৃষ্ঠা- ৩০ باب ماجاء فى التامين خلف الامام

হাদিস শরীফ নং- ২৭

اخبرنا يزيد بن هارون انا محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال القارى غير المغضوب عليهم ولاالضالين فقال من خلفه آمين فوافق ذالك اهل السماء غفرله ما تقدم من ذنبه-

হযরত ইমাম আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদির রহমান ইবনে ফদল ইবনে বাহরাম আদ্দরেমী (রা.) ইয়াযিদ ইবনে হারুন, মুহাম্মদ ইবনে আমর ও আবু সালমা রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসুলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- তেলাওয়াতকারী যখন 'গাইরিল মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোল্লীন' বলবে। অত:পর তাঁর পেছনে মুক্তাদি 'আমীন' বলবে। আর তা আসমানবাসীদের আমীনের একই নিয়মে হবে। তার পূর্বেকার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সুনানুদ্দারেমী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৮৪, প্রকাশক- দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবনান।)

হাদিস শরীফ নং - ২৮

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن ابى مريم قال اخبرنا الليث بن سعد قال اخبرنى خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء ابى هريرة فقراء بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولاالضالين قال آمين فقال الناس امين ثم يقول اما والذى نفسى بيده انى لاشبهكم صلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم -

ইমাম আবু জাফর তাহাভী (রা.) ছালেহ ইবনে আবদির রহমান, সাঈদ ইবনে আবি

Yaadhi.blogspot.com

মারইয়াম, লাইছ ইবনে সাআদ, খালেদ ইবনে ইয়াযিদ ছাঈদ ইবনে আবি হেলাল রাদিআল্লাহ আনহুম এর সূত্রে নুয়াইম আল মুজমির থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর পেছনে নামায আদায় করেছি। অত:পর তিনি নামাযের শুরুতে "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়েছেন। অত:পর (সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করার পূর্বে) যখন "গাইরিল মাদগূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" পর্যন্ত পৌছালেন তিনি বললেন, আমিন। অত:পর মুক্তাদিগণও বললেন, আমিন, তারপর তিনি বলছেন, ঐ সত্তার শপথ! যার কুদরাতের হাতে আমার প্রাণ। নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহী ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। (তাহাভী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৭)

আলোচ্য হাদিস পাক থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, বিসমিল্লাহ শুনা যায় মত পড়েছেন। অত:পর আমীনও সেভাবে পড়েছেন। অথচ পরবর্তীতে বিসমিল্লাহ কেউ উচ্চ স্বরে পড়ছে না। তাহলে আমীনও সেভাবে পড়া হবে। প্রথমদিকে হয়তো এটা শিক্ষা দানের লক্ষ্যে শুনা যায় মত পড়া হয়েছে।

হাদিস শরীফ নং- ২৯

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال انهم لم يحسدونا على شئ كما حسدونا على الجمعة التى هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التى هدانا لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام آمين رواه الطبرانى فى الاوسط بسند حسن-

নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহী ওয়াসাল্লামের নিকট ইয়াহুদী সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তারা আমাদের প্রতি অন্য কোন বিষয়ে বিদ্বেষ পোষণ করেনি যেভাবে আমাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করেছে ঐ জুমার নামাযের কারণে যার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। আর তারা জুমা থেকে বিপথগামী হয়েছে। আর ঐ কেবলার কারণে যার প্রতি আল্লাহ আমাদের পথ নির্দেশনা করেছেন। আর তারা এর থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আর আমাদের ইমামের পেছনে 'আমীন' বলার কারণে। এ হাদিস শরীফটি ইমাম তাবরানী (রা.) "মু'জামে আওছাতে" "হাসান সনদ" সহকারে বর্ণনা করেছেন।

(আত্তারগীব ওয়াত তারহীব ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২২১। প্রকাশক দারুল হাদিস , কায়রো, মিশর, প্রকাশ কাল ২০০৭)

হাদিস শরীফ নং – ৩০

اخبرنا مالك اخبرنى الزهرى عن سعيد بن المسيب وابى سلمة بن عبد الرحمن عن ابى هريرة (رضى الله عنه) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه قال فقال ابن شهاب كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول آمين-

قال محمد وبهذا نا خذينبغى اذا فرغ الامام من ام الكتاب ان يؤمن الامام ويومن من خلفه ولا يجهرون بذالك فاما ابو حنيفة فقال يومن من خلف الامام ولا يؤمن الامام

হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (রা.) ইমাম মালেক, ইমাম যুহরী, সাঈদ ইবনে মুছাইয়্যাব ও আবু সালমা ইবনে আবদির রহমান রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু হুরায়ারা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন– আলোচ্য হাদিসের অনুবাদ পূর্বে বর্ণিত ২৪নং হাদিসের একই ধরণের হাদিস শরীফের দেখে নিন।

ইমাম মুহাম্মদ (রা.) বলেন এ হাদিসটিকেই আমরা দলীল হিসেবে গ্রহণ করি। অতএব, উচিত হলো ইমাম যখন সূরা ফাতেহা পাঠ শেষ করবেন। তখন ইমাম ও মুক্তাদিগণ 'আমিন' বলবেন। আর এটা তারা উচ্চ স্বরে বলবেন না। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রা.) বলেন, ইমামের পেছনে নামায আদায়কারীগণ 'আমিন' বলবে। ইমাম 'আমিন' বলবে না।

(মুয়াত্তা –এ– ইমাম মুহাম্মদ পৃষ্ঠা– ১০৩, প্রকাশক, ইদারা–এ– মারকাযে আদব, সুফায়দ মসজিদ, দেউবন্দ)

হাদিস শরীফ নং –৩১

حدثنا يحى بن محمد بن صاعد ثنا ابو الاشعث ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر ابى العنبس عن علقمة ثنا وائل او عن اوائل بن حجر قال صليت مع رسول الله عليه صلى الله وسلم فسمعته حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين واخفى بها صوته ووضع يده اليمنى على اليسرى وسلم عن يمينه وعن شماله-

হযরত ইমাম, হাফেয, আলী ইবনে ওমর দারাকুতনী (রা.) ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সায়েদ,আবুল আশ'আছ, ইয়াযিদ ইবনে যুরাই, শো'বা, সালমা ইবনে কুহাইল, হুজুর আবিল আমবাছ, আলকামা রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

Yqadri.blogspot.com

আলিহী ওয়াসাল্লামা এর পেছনে নামায পড়েছি। তখন আমি তাঁকে শুনলাম যে, তিনি যখন 'গাইরিল মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন' তেলাওয়াত করলেন- আমীন বললেন এবং চুপি স্বরে বললেন।

আর তাঁর ডান হাত মোবারক বাম হাত মোবারকের উপর রাখলেন। আর তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফেরালেন।

(সুনানে দারাকুতনী, পৃষ্ঠা- ২২০। প্রকাশক- আল মাকতাবাতুল আসরিয়া,বৈরুত, লেবনান)

উল্লেখ্য যে, নিশ্চয় হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামের খুব কাছে ছিলেন। অন্যথায়, তিনি চুপি স্বরে পড়া আমিন শুনতেন না।

হাদিস শরীফ নং- ৩২

اخبرنا ابو بكر بن فورك انبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا ابو داؤد الطيالسى ثنا شعبه اخبرنى سلمة بن كهيل قال سمعت حجرا ابا العنبس قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل وقد سمعته من وائل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين خفض بها صوته-

হযরত ইমাম বায়হাকী (রা.) আবু বকর ইবনে ফু'রাক, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, ইউনুচ ইবনে হাবীব, আবু দাউদ তায়আলাসী শো'বা সালমা ইবনে কুহাইল রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হুজুর আবুল আমবাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন আমি আলক্বামা ইবনে ওয়ায়েল (রা.) কে শুনেছি তিনি ওয়ায়েল (রা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করছেন। আর নিশ্চয় আমি [হুজুর আবুল আমবাস (রা.)] ওয়ায়েল থেকে শুনেছি তিনি [হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.)] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করেছেন। অত:পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম যখন "গাইরিল মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" পাঠ করলেন নিচু আওয়াযে "আমীন" বললেন। (আসসূনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৭। আত্তাবওইবুল মওদূয়ী ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৫৮।)

হাদিস শরীফ নং- ৩৩

اخبرنا ابو بكر اسحاق الفقيه ابو عبد الله الصفار الزاهد على بن خمشاد العدل قالوا حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضى ثنا سليمان بن حرب وابو الوليد ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حجرا ابا العنبس يحدث عن علقمة بن وائل عن ابيه انه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم حين قال غير المغضوب عليهم ولاالضالين قال آمين يخفض بها صوته-

হযরত ইমাম আবু আবদিল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (রা.) আবু বকর ইবনে ইছহাক আল ফকীহ, আবু আবদিল্লাহ আচ্ছাফফার আযযাহেদ, আলী ইবনে খামশাদ আল আদল, ইছমাঈল ইবনে ইছহাক আলকাযী, সুলাইমান ইবনে হারব, আবুল ওয়ালীদ ও শো'বা ইবনুল হাজ্জাজ রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে সালমা ইবনে কুহাইল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি আবু আমবাছ হুজুর (রা.) কে আলকামা ইবনে ওয়ায়েল এর সূত্রে তাঁর পিতা হুজুর (রা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি তিনি অর্থাৎ ওয়ায়েল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছেন। অত:পর যখন তিনি "গাইরিল মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন তেলাওয়াত করলেন নিচু স্বরে আমীন বললেন। (আল মুস্তাদরাক লিল হাকেম ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৫)

আলোচ্য হাদিস শরীফে নিচু আওয়াযে আমীন বলার স্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান।

হাদিস শরীফ নং ৩৪

حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى قال ثنا على بن معبد قال ثنا ابو بكر بن عيّاش عن ابى سعيد عن ابى وائل قال كان عمر وعلى لايجهر ان بسم الله الرحمن الرحيم ولابالتعوذ ولا بالتامين-

হযরত ইমাম আবু জাফর তাহাভী (র.) সুলাইমান ইবনে শোয়াইব আল কায়ছানী, আলী ইবনে মা'বাদ আবু বকর ইবনে আইয়াশ ও আবু সাঈদ রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু ওয়ায়েল (র.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন- হযরত ওমর ও হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুমা নামাযে বিসমিল্লাহ রাহমানির রাহীম, আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌শায়তোয়ানির রাজীম ও আমীন উচ্চ স্বরে বলতেন না।

(তাহাভী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১২০)

হাদিস শরীফ নং – ৩৫

محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال اربع يخافت بهن الامام سبحانك اللهم وبحمدك والتعوذ من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم وامين قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابی حنيفة-

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (র.) ইমাম আবু হানিফা ও হাম্মাদ রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত ইব্রাহীম নখয়ী (র.) থেকে বর্ণনা করেন– তিনি বলেন, চারটি বিষয় ইমাম নামাযে চুপি স্বরে বলবে। (১) সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বেহামদিকা, (২) আউযুবিল্লাহ মিনাশ্‌শায়তোয়ানির রাজীম, (৩) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ও (৪) আমিন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমরা এটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছি। আর এটাই হলো ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মত।

(কিতাবুল আ'ছার পৃষ্ঠা– ৬০। প্রকাশক ইদারা –এ–ফিকরে ইসলামী, দেউবন্দ, সাহারানপুর, ইউ.পি.ভারত।)

হাদিস শরীফ নং– ৩৬

حدثنا ابو داؤد قال حدثنا شعبة قال اخبرنی سلمة بن كهيل قال سمعت حجرا ابا العنبس قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن وائل وقد سمعت من وائل انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين خفض بها صوته ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وسلم عن يمينه وعن يساره-

ইমাম আবু দাউদ তায়ালিছী (রা.) শো'বা ইবনে হাজ্জাজ এর সূত্রে সালমা ইবনে কুহাইল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন- আমি হুজুর আবুল আমবাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন– আমি আলকামা ইবনে ওয়ায়েলকে, ওয়ায়েল থেকে হাদিস বর্ণনা করতে শুনেছি, আবার আমি নিজেও (অর্থাৎ হুজুর আবুল আমাবাছ) ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.) থেকে শুনেছি। (অবশিষ্ট অনুবাদ ৩০ নং হাদিস শরীফে দেখুন)। (মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালিছী পৃষ্ঠা– ১৩৮। প্রকাশক দারুল মা'রেফাত, বৈরুত, লেবনান।)

হাদিস শরীফ নং- ৩৭

حدثنا فاروق حدثنا ابو مسلم الكشى ثنا حجاج بن نصير ثنا شعبة عن بن كهيل قال سمعت حجر ابا العنبس الحضرمى يحدث عن وائل الحضرمى انه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فلما قال ولاالضالين قال امين ويخفى بها صوته ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى وجعلها على بطنه-

ইমাম আবু নুয়াইম ইসফাহানী (রা.) ফারুক আবু মুসলিম আলকশী, হাজ্জাজ ইবনে নুসাইর, শো'বা ইবনে হাজ্জাজ ও সালমা ইবনে কুহাইল রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হুজুর আবুল আমবাছ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ওয়ায়েল আলহাদরামী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে তিনি [ওয়ায়েল আলহাদরামী (রা.)] নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছেন। অত:পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম যখন 'ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন' তেলাওয়াত করলেন আমিন বললেন এবং এটা নিচু আওয়াযে বলেছেন। অতপর তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের উপর রাখলেন আর তা তাঁর পেটের উপর রেখেছেন। (মা'রেফাতুচ্ছাহাবা কৃত: ইমাম আবু নুয়াইম ইসফাহানী (রা.) ১৯তম খন্ড, পৃষ্ঠা-২১)

হাদিস শরীফ নং- ৩৮

حدثنا ابو مسلم الكشى ثنا حجاج بن نصير ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حجر ابا العنبس يحدث عن وائل الحضرمى انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ولا الضالين قال امين واخفى بها صوته-

ইমাম তাবরানী (রা.) আবু মুসলিম আলকশী, হাজ্জাজ ইবনে নুসাইর, শো'বা, সালমা ইবনে কুহাইল, হুজুর আবুল আমবাছ রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত ওয়ায়েল আল হাদরামী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছেন। অত:পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম যখন 'ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন' তেলাওয়াত করলেন আমিন বললেন এবং এটা নিচু আওয়াযে বলেছেন। (আল মু'জামুল কবীর,২২তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪)

হাদিস শরীফ নং–৩৯

حدثنا عبيد بن غنام ثنا ابو بكر بن ابى شيبة قال ثنا وكيع عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن ابى العنبس عن علقمة بن وائل عن ابيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين قال ولا الضالين قال امين ويخفض بها صوته-

হযরত ইমাম তাবরানী (রা.) ওবায়দ ইবনে গান্নাম, আবু বকর ইবনে আবি শায়বা, ওয়াকী, শো'বা, সালমা ইবনে কুহাইল, আবুল আমবাছ ও আলক্বামা রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত ওয়ায়েল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছি। অত:পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম যখন 'ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন' তেলাওয়াত করলেন আমিন বললেন এবং এটা নিচু আওয়াযে বলেছেন। (আল মু'জামুল কবীর,২২তম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪)

হাদিস শরীফ নং- ৪০

حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر ابى العنبس قال سمعت علقمة يحدث عن وائل او سمعه من وائل قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضآلين قال امين واخفى بها صوته-

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা.) আবদুল্লাহ তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইবনে জাফর, শো'বা, সালমা ইবনে কুহাইল, হুজুর আবিল আমবাছ ও আলকামা রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত ওয়ায়েল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (হযরত ওয়ায়েল (রা.) বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করেছেন। অত:পর তিনি যখন "গাইরিল মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" পাঠ করলেন- আমিন বললেন, আর এটা নিচু আওয়াযে বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩১৬, হাদিস নং ১৮৮৭৪)

آمين (আমিন) এর শাব্দিক বিশ্লেষণ:

এ শব্দটির উচ্চারণ দু'ভাবে বর্ণিত। (১) بالمد (বিল মাদ্দে) অর্থাৎ মাদ্দ সহকারে। (২) بالتخفيف অর্থাৎ آمين এর মীমে তাশদীদ ব্যতিরেকে। এভাবে সকল রেওয়াতে এবং সকল ক্বারীদের বর্ণনায় বর্ণিত। ইমাম ওয়াহেদী হামযা ও কাছায়ী থেকে 'আমিন' শব্দের উচ্চারণ امالة (এমালা) সহকারে বর্ণনা করেছেন। এ শব্দটি অন্য তিনভাবেও বর্ণিত। যা (لغات شاذة) অর্থাৎ সর্বজন স্বীকৃত নয়। বরং কেউ কেউ এভাবে উচ্চারণ করেছেন। (১) القصر অর্থাৎ মদ্দ ব্যতিরেকে। যেমন امين (২) মাদ্দ ব্যতিরেকে তাশদীদ সহকারে।

যেমন امـيـن (আম্মিন) (৩) মাদ্দ ও তাশদীদ সহকারে। যেমন امـيـن (আমীন) তৃতীয় উচ্চারণটি ছালাব বর্ণনা করত: এর দৃষ্টান্ত কবিতা থেকে পেশ করেছেন। ইবনু দুরুস্তাবিয়া এটাকে অস্বীকার করত: বলেছেন এটা কবিতার ছন্দ ঠিক রাখার প্রয়োজনে করা হয়েছে। জমহুর বা অধিকাংশের মতে 'আমিন' এর অর্থ হলো – اللهم استجب واسمع অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর এবং শুন। তখন এটা اسـم فـعـل হিসেবে বিবেচিত। কেউ বলেছেন এটা আল্লাহর নাম সমূহের একটি। এ মত ইমাম আবদুর রায্যাক হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে দুর্বল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
আমিন শব্দের অর্থের দিকে ইঙ্গিত করত: ইমাম আবু দাউদ (রা.) একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

حدثنا ابو الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قالا حدثنا الفريابى عن صبيح بن محرر الحمصي حدثني ابو مصبح المقرئ قال كنا نجلس الى ابى زهير النميرى وكان من الصحابة فتحدث احسن الحديث فاذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين فان آمين مثل الطابع على الصحيفه قال ابو زهير اخبركم عن ذالك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاتينا على رجل قد الح فى المسئلة فوقف النبى صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال النبى صلى الله عليه وسلم اوجب ان ختم فقال رجل من القوم باى شئ يختم فقال بامين فانه ان ختم بامين فقد اوجب فانصرف الرجل الذى سأل النبى صلى الله عليه وسلم فاتى الرجل فقال اختم يافلان بامين وابشروا–

ইমাম আবু দাউদ (রা.) ওয়ালীদ ইবনে ওতবা, আদ্দামেশকী, মাহমুদ ইবনে খালেদ, ফারইয়াবী, ছাবীহ ইবনে মুহাররের আলহিমছী, আবু মুছবেহ আল মুকরী রাদিআল্লাহ আনহুম এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি (আবু মুছবেহ আল মুকরী) বলেন আমরা আবু যুহাইর নুমায়রী (রা.) এর নিকট বসতাম তিনি সুন্দর ও ভাল কথা বলতেন। অত:পর আমাদের মধ্যে কেউ দোয়া করলে তিনি বলতেন, দোয়া আমিন এর মাধ্যমে শেষ কর। কেননা 'আমিন' কোন কিতাব বা লেখার উপর 'শীল মোহর' এর মত। হযরত আবু যুহাইর নুমায়রী (রা.) বলেন– এ প্রসংগে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব। এক রাতে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহী ওয়াসাল্লামের সাথে বের হয়েছি। অত:পর আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট আসলাম যিনি খুব একাগ্রচিত্তে বার বার দোয়া করছিলেন। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহী ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়া শুনার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন আর বললেন- নিশ্চয় দোয়া নিশ্চিত হয়ে যাবে যদি শেষ করে। তখন

Yaadri.blogspot.com

উপস্থিতদের একজন বললেন, কিভাবে শেষ করবে। তখন তিনি ইরশাদ করলেন- 'আমিন' সহকারে শেষ করবে। কেননা যে ব্যক্তি 'আমিন' সহকারে দোয়া শেষ করবে। দোয়া নিশ্চিত কবুল হবে। অত:পর প্রশ্নকারী ব্যক্তি চলে গেলেন এবং দোয়াকারী ব্যক্তির নিকট এসে বললেন, হে অমুখ। 'আমিন' সহকারে দোয়া শেষ কর এবং দোয়া কবুল হবার বা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। (আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৫)

باب التامين وراء الامام (ইমামের পেছনে আমিন বলার অধ্যায়)

আর কেউ বলেন 'আমিন' এর আসল রূপ হলো اللهم استجبْ دعائنا অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল কর। এটা (صهٍ) (চাহিন) অর্থাৎ اسكت (চুপ কর) এর মত اسم فعل । (وقف) "ওয়াকফ" এর সময় সাকিন সহকারে পড়বে। অন্য শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়লে হরকত (حركت) সহকারে পড়বে দুই 'সাকিন' মিলিত হবার কারণে। আর সহজ করার উদ্দেশ্যে যবর (زبر) সহকারেও পড়তে পারে। مبنى (মবনী) হবার কারণে। যেমন كيف - اين

আমিন (امين) শব্দের অর্থ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে:

(১) ليكن كذالك অর্থাৎ ঐভাবে হোক।

(২) اقبل অর্থাৎ কবুল কর।

(৩) لاتُخَيِّبْ رجائنا অর্থাৎ আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষায় নৈরাশ কর না।

(৪) لايقدر على هذا غيرك অর্থাৎ এটা করতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ সক্ষম হবে না।

(৫) طابع الله على عباده يرفع به عنهم الافات অর্থাৎ বান্দার জন্য আল্লাহ তায়ালার শীল মোহর। যাদ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাদের বিপদ দূরিভূত করেন।

(৬) هو كنز من كنوز العرش لايعلم تاويله الاالله অর্থাৎ এটা আরশে রক্ষিত খনিসমূহের একটি। এর প্রকৃত ব্যাখ্যা আল্লাহই জানেন।

(৭) امين اسم من اسماء الله অর্থাৎ এটা আল্লাহ তায়ালার নাম সমূহের একটি।

(৮) জমহুর বা অধিকাংশের মতে আমিন (امين) এর অর্থ হলো اللهم استجبْ واسمعْ যেমন ইমাম আবদুর রহমান (রা.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে দুর্বল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ হেলাল ইবনে ইছাফ তাবেয়ীও বলেছেন। (ওমদাতুল ক্বারী শরহুল বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭ ও ৪৮)

আমিন বলার বিধান:

একা নামায আদায়কারী, জামাত সহকারে নামাযে ইমাম, মুক্তাদি নামাযের বাইরে তেলাওয়াতকারী, প্রত্যেকের জন্য সূরা ফাতেহা পাঠান্তে 'আমিন' বলা সুন্নাত (আইনী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৮, হাশীয়ায়ে আবি দাউদ ও হাশীয়ায়ে বুখারী ইত্যাদি।)

আমিন সম্পর্কে চার ইমামের মতামত:

(১) ইমাম আযম আবু হানিফা (রা.) এর মত হলো নামাযে 'আমিন নিচু আওয়াযে বলা।
(২) ইমাম মালেক (রা.) এর পূর্ব মত হলো উচ্চ স্বরে বলা। পরবর্তী মত হলো নিচু আওয়াযে বলা।
(৩) ইমাম শাফেয়ী (রা.) এর পূর্বমত হলো উচ্চ স্বরে বলা। আর পরবর্তী মত হলো নিচু আওয়াযে বলা।
(৪) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা.) এর মত হলো আমিন উচ্চ স্বরে বলা।
(আইনী শরহে বুখারী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৫০)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, চার মাযহাব যথাক্রমে (১) হানাফী (২) মালেকী (৩) শাফেয়ী ও (৪) হাম্বলী এ চার জন ইমামের মধ্যে প্রথম তিন জন যথাক্রমে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী রাদিআল্লাহু আনহুম এর মত হলো নামাযে 'আমিন' নিচু আওয়াযে বলা। যদিও ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী রাদিআল্লাহু আনহুমা প্রথম দিকে 'আমিন' উচ্চ স্বরে বলার পক্ষে ছিলেন। এটা হলো ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (র.) এর বর্ণনা। ইমাম কিরমানী (রা.) বলেন- ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর মাযহাব হলো - নামাযে আমিন উচ্চ স্বরে বলা। আর কুফীগণ অর্থাৎ হানাফী ও ইমাম মালেক (র.) এর মযহাব হলো নিচু আওয়াযে আমিন বলা।
(হাশীয়া-এ-বুখারী ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৮)

'আমীন' সম্পর্কিত হাদিস সমূহ তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: مطلق (মুতলাক) অর্থাৎ যেসব হাদিস শরীফে শুধু 'আমীন' বলার নির্দেশ বর্ণিত। উচু স্বরে বা নিচু স্বরে কোন প্রকার নিদের্শনা বর্ণিত নেই।

দ্বিতীয় প্রকার: مقيد بخفض الصوت (মুকাইয়্যাদ বেখফযিচ ছওত)।
অর্থাৎ সে সব হাদিস শরীফে নিচু স্বরে বলার স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

তৃতীয় প্রকার: مقيد برفع الصوت (মুকাইয়্যাদ বেরফঈচ্ ছওত) অর্থাৎ যে সব হাদিস শরীফে উচ্চ স্বরে বলার নির্দেশনা বিদ্যমান।

আলোচ্য হাদিস শরীফ সমূহের মধ্যে ৩০টি হাদিস মূলতাক বা শর্তহীন। অর্থাৎ এসব হাদিসে আমিন উচ্চ স্বরে বা নিচু স্বরে পড়ার কোন প্রকার নির্দেশনা বিদ্যমান নেই। অত:পর দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ যে সব হাদিস শরীফ সমূহে স্পষ্ট ভাবে নিচু স্বরে আমিন বলার নির্দেশনা বিদ্যমান। এমন ১০টি হাদিস সর্বমোট ৪০টি হাদিস শরীফ "সিহাহ সিত্তা" ও অন্যান্য নির্ভর যোগ্য হাদিস গ্রন্থ থেকে পেশ করা হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার হাদিস শরীফ সমূহই হচ্ছে ইমাম আযম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক রাদিআল্লাহু আনহুমা এর আমিন নিচু স্বরে বলার পক্ষে দলীল।

প্রথম প্রকার ৩০টি হাদিসের ব্যাখ্যা:

(১) এ সব হাদিস শরীফ সমূহে শুধু মাত্র সূরা ফাতেহা পাঠান্তে আমিন বলার নির্দেশনা বিদ্যমান। উচু আওয়ায বা নিচু আওয়াযের কোন স্পষ্ট নির্দেশনা নেই।

Yqadri.blogspot.com

(২) এ গুলোর অধিকাংশের মধ্যে একটি বিষয় বর্ণিত। আর তা হলো فانه من وافق تامينه تامين الملائكة অর্থাৎ যার আমিন বলা ফেরেশতাগণ এর আমিনের মত হবে। উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাগণ উচ্চ স্বরে নয় বরং নিচু স্বরেই আমিন বলে থাকেন। যথা আল্লামা গোলাম রসুল সাঈদী (ম.জি.আ.) লিখেন-

اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اس حدیث میں فرشتوں کی آمین سے موافقت کرنے کی ہدایت کی گی ہے اور فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں اس لئے ان سے موافقت اس وقت ہوگی جب آہستہ آمین کہی جائے-

অর্থাৎ এ হাদিস শরীফ কে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা এভাবে যে, এতে ফেরেশতাদের আমিনের মত আমিন বলার দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর ফেরেশতাগণ নিচু আওয়াযে আমীন বলেন। অতএব তাদের সাথে মিল ঐসময় হবে, যখন আমিন নিচু আওয়াযে বলা হবে।

(শরহে সহীহ মুসলিম ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৯২। প্রকাশক ফরিদ বুক ষ্টল,উর্দু বাজার, লাহোর, ৬ষ্ঠ সংস্করণ রমদান ১৪১৭ হিজরী,জানুয়ারী ১৯৯৭ইং)

(৩) আমীন হচ্ছে দোয়া। আর দোয়ার ক্ষেত্রে নিচু আওয়াযই হলো নিয়ম। বিশেষ করে নামাযে যাবতীয় দোয়া চুপি স্বরেই পাঠ করা হয়। যথা "ছানা" অর্থাৎ সুবহানাকা ....। রুকু থেকে উঠে পঠিত দোয়া। দুই সেজদার মধ্যবর্তী দোয়া ও দোয়া মা'ছুরা দোয়া কুনুত ইত্যাদি। হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব হেদায়াতে বর্ণিত আছে - ولانه دعاء فيكون معناه على الاخفاء অর্থাৎ আমিন চুপিস্বরে বলার পেছনে যৌক্তিকতা প্রমান হলো এটা দোয়া। অতএব তার ভিত্তি হবে চুপি স্বরে পাঠ করার উপর।

আল্লামা আইনী (র.) বলেন- فاذا ائبت انه دعاء فاخفائه افضل من الجهر به بقوله تعالى ادعوا ربكم تضرّعاً وّخفية" দোয়া। অতএব এটা উচ্চ স্বরে বলার চেয়ে চুপি স্বরে বলা উত্তম। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনয় ও চুপি স্বরে ডাক। ওমদাতুলকারী ৬ষ্ঠ খন্ড পৃষ্ঠা- ৫৩)

(৪) আলোচ্য হাদিস শরীফ সমূহের কোন কোনটিতে বর্ণিত আছে ইমাম যখন "গাইরিল মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" বলবে, তখন তোমরা আমিন বল। এ সব প্রশিক্ষণ তো নামাযের বাইরে দেয়া হচ্ছে। যাতে মুক্তাদিগণ 'আমিন' বলার নিয়ম সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হতে পারে। সুতরাং এগুলোকে কোনভাবেই উচ্চ স্বরে 'আমিন' বলার দলীল হিসেবে উপস্থাপন করার মত নয়।

(৫) এ সব হাদিস শরীফ সমূহের মধ্যে কোন কোনটিতে এভাবে বর্ণিত আছে। "যখন ইমাম আমিন বলবে তোমরা বল আমিন। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, ইমাম যদি 'আমিন'

উচ্চ স্বরে না বলেন। তাহলে মুক্তাদিগণ কিভাবে জানবেন যে, ইমাম আমিন বলছেন। তখন ঐ হাদিসটিই শক্তিশালী জবাব হিসেবে বলা যাবে যাতে বর্ণিত আছে যখন ইমাম "গাইরিল মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" পাঠ করবেন, তখন তোমরা বল আমিন। সুতরাং মুক্তাদিকে জানানোর জন্য উচ্চ স্বরে আমিন বলতে হবে, তার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাই তো মুক্তাদি আমিন বলার বিধান ঐ সব নামাযে যাতে উচ্চ স্বরে কেরাত পাঠ করা হয়। অর্থাৎ ফযর, মাগরিব, এশা। আর একা নামায আদায়কারী ব্যক্তি তো সব নামাযেই সূরা ফাতেহা পাঠান্তে আমিন চুপি স্বরে বলবে।

(৬) এ ৩০টি হাদিস শরীফ সমূহের মধ্যে পনরটির সনদ বা বর্ণনা সূত্রে হযরত ইমাম মালেক (র.) বর্ণনাকারী হিসেবে বিদ্যমান। তদুপরি তিনি তাঁর সংকলিত বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থ "মুয়াত্তা শরীফেও" ঐ হাদিস শরীফগুলো তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি ঐ সব হাদিস শরীফ সমূহ কে উচ্চ স্বরে 'আমিন' বলার দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি। বরং তিনি ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) এর মত নামাযে 'আমিন' নিচু স্বরে বলার পক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করেছেন। আলোচ্য প্রথম প্রকার হাদিস গুলো শুধু মাত্র 'আমিন' বলার বিধান হবার 'দলীল' হিসেবে সাব্যস্ত হবার এটিও একটি প্রমাণ।

(৭) হযরত ইমাম বুখারী (রা.) উচ্চ স্বরে 'আমিন' বলার পক্ষে হলেও তিনি তার সহীহ বুখারী শরীফে উচ্চ স্বরে আমিন বলার স্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত কোন হাদিস সংকলন করেননি। অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম (র.) ও একই পথ অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ সহীহ মুসলিম শরীফে উচ্চ স্বরে আমিন বলার স্পষ্ট নির্দেশনা সম্বলিত কোন হাদিস তিনিও সংকলন করেননি।

অতএব, কথায় কথায় যারা যে কোন বিষয়ে 'বুখারী শরীফে' আছে কি না বা মুসলিম শরীফে আছে কি না। প্রশ্ন করে বসেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলব 'নামাযে উচ্চ স্বরে আমিন' বলার স্পষ্ট নির্দেশনা সম্বলিত কোন হাদিস বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে আছে কি না বলুন। এ কারণেই হযরত শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) বলেছেন- ইমাম বুখারী (র.) এর 'উচ্চ স্বরে আমিন বলা শিরোনামের সাথে বর্ণিত হাদিসের স্পষ্টত: সামঞ্জস্য নেই। (শরহে তারাজেমে আবওয়াবে বুখারী পৃষ্ঠা-২৫)

দ্বিতীয় প্রকার ১০টি হাদিসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ যে সব হাদিস শরীফ مقيد بخفض الصوت (মুকাইয়্যাদ বেখফযিচ ছওত) অর্থাৎ যেগুলোতে নামাযে নিচু স্বরে আমিন বলার বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণিত। ঐ সব হাদিস শরীফ নিম্ন বর্ণিত হাদিস গ্রন্থ সমূহে অনেকগুলো সনদ বা বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

এক. জামে তিরমিযী শরীফ:

ইমাম আবু ইছা মুহাম্মদ ইবনে ছওরা তিরমিযী (র.) জন্ম - ২০৯ হিজরী, ওফাত: ১৩ই

Yqadri.blogspot.com

রজব, ২৭৯হিজরী। মাযার শরীফ তিরমুজ। এটা রাশিয়ায় অবস্থিত।

দুই. সুনানে দারাকুতনী:

হযরত ইমাম, হাফেয, আলী ইবনে ওমর দারা কুতনী (র.) জন্ম- ৫ই যিল্‌কাদ, ৩০হিজরী, দারাকুতন, বাগদাদ, ওফাত ৮ই যিলকাদ, ৩৮৫হিজরী। মাযার শরীফ বাবুদ্দায়ব, বাগদাদ।

তিন. আস্‌সুনানুল কুবরা:

ইমাম হাফেয আবু বকর আহমদ ইবনে হোছাইন ইবনে আলী আল বায়হাকী (র.) জন্ম - ৩৮৪ হিজরী। ওফাত ৪৫৮হিজরী। মাযার শরীফ, খসরুজেরদ, বায়হাক, ইরান।

চার. আল মুস্তাদরক:

আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদওইয়া ইবনে নুয়াইম আদ্দারবী আত্‌তাহমানী আন নিশাপুরী (র.) জন্ম- ৩২১ হিজরী। রবিউছ্ছানী। ওফাত ৪০৫হিজরী। সফর মাস।

পাঁচ. শরহু মাআনীল আছার (তাহাভী শরীফ):

ইমাম হাফেয আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলামা আল আযদী আত্‌তাহাভী আল মিছরী (র.) জন্ম- ২৩৯ হিজরী। ওফাত ১লা যিলকাদ, ৩২১হিজরী, মাযার শরীফ মিশর।

ছয়. কিতাবুল আ'ছার:

ইমাম মুজতাহিদ আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (র.) জন্ম- ১৩২ হিজরী, অথবা ১৩৫হিজরী। ওফাত ১৯৩হিজরী মাযার শরীফ তেহরান, ইরান।

সাত. মুসনাদে আবি দাউদ তায়ালিছী:

ইমাম সুলাইমান ইবনে দাউদ ইবনে জারুদ তায়ালিছী (র.) ওফাত ২০৪ হিজরী। জন্ম- পারস্যের 'তায়ালাছা' নামক স্থানে। পরবর্তীতে বসরায় অবস্থান।

আট. মা'রেফাতুচ্ছাহাব:

ইমাম আবু নুয়াইম আহমদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইছহাক ইবনে মুছা ইবনে ওয়ায়েল ইবনে মেহরান ইস্পাহানী (র.) জন্ম- ৩৩৬হিজরী। ওফাত ৪৩০হিজরী।

নয়. আল মুজামুল কবীর:

ইমাম আবুল কাছেম সুলাইমান ইবনে আইয়ুব তাবরানী (র.) জন্ম- সফর ২৬০হিজরী। ওকা শহর। সিরিয়া, ওফাত ২৮ যিলকায়াদা ৩৬০হিজরী। বয়স- একশতবছর দুই মাস। নামাযে জানাজায় ইমামতি করেছেন ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পানী (র.)।

দশ. মুসনাদে আহমদ:

ইমাম আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল ইবনে হেলাল ইবনে আসাদুল্লাহ আযযুহলী আশ্‌শায়বানী আলমারওয়াযী আল বাগদাদী (র.) জন্ম - রবিউল আউয়্যাল ১৬৪ হিজরী। ওফাত ২৪১ হিজরী। মাযার শরীফ বাগদাদ।

এগার. মুয়াত্তা –এ– ইমাম মুহাম্মদ (র.):

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী (র.) জন্ম– ১৩২ অথবা ১৩৫ হিজরী। ওফাত ১৯৩ হিজরী। মাযার শরীফ তেহরান, ইরান।

বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ:

উপরোল্লিখিত মুহাদ্দেসীন কেরাম এর মধ্যে ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মদ রাদিআল্লাহু আনহুমা ব্যতীত অন্য কারো সাথে ইমাম আবু হানিফা (র.) এর সাথে সাক্ষাত হয়নি। কারণ ওনাদের জন্ম তাঁর ওফাতের অনেক পরে। সুতরাং ওনাদের অনেক পূর্বেই ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) এ সব হাদিস শরীফ অর্জনে ধন্য হয়েছেন এবং এ সব হাদিস শরীফ এর উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেছেন। নি:সন্দেহে ওনি তাবেয়ী, একাধিক সাহাবার সাক্ষাত লাভে তিনি ধন্য হয়েছেন। বয়স্ক ও মধ্যবয়সী তাবেয়ীন কেরাম থেকে 'হাদিস শরীফ' বর্ণনা করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। তাঁর সনদ গুলো অনেক সংক্ষিপ্ত বিধায় কোন প্রকার সমালোচনার অনেক উর্ধ্বে। ওনার অধিকাংশ সনদ বা বর্ণনা সূত্র 'ছুনায়ী' অর্থাৎ তিনি আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহী ওয়াসাল্লামের মধ্যে বর্ণনাকারীর সংখ্যা দু'জন। হাদিস শাস্ত্রের পরিভাষায় যেগুলোকে 'সনদে আলী' বলা হয়।

ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) এর মাযহাব এর ভিত্তি অনেকাংশে প্রখ্যাত সাহাবী ও খাদেমুন্নবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস সমূহ। তিনিও নামাযে 'আমীন' নিচু স্বরে বলার উপর আমল করতেন। যথা– 'এনায়া শরহে হেদায়া' বর্ণিত আছে–

ويخفيها وهو مذهب عمرو على وابن مسعود قال ابن مسعود ترك الناس الجهر بالتامين وما تركها الالعلمهم بالنسخ–

অর্থাৎ 'আমীন' ও চুপি স্বরে বলবে। এটা হযরত ওমর, হযরত আলী এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাদিআল্লাহু আনহুম এর মাযহাব। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) বলেন– লোকজন উচ্চ স্বরে 'আমিন' বলা ছেড়ে দিয়েছে এ কারণেই যে, তারা জানে যে উচ্চ স্বরে বলার বিধান 'মনসুখ' বা রহিত হয়ে গেছে। (এনায়া শরহে হদায়া')

আলোচ্য উদ্ধৃতির আলোকে বলা যায় যে, যে সব হাদিসে নামাযে আমিন উচ্চ স্বরে বলার বিধান বর্ণিত, ঐ গুলো চুপি স্বরে আমিন বলার হাদিস শরীফ সমূহ দ্বারা 'মনসুখ' বা রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রথম দিকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহী ওয়াসাল্লাম আমিন উচ্চ স্বরে বলতেন। পরবর্তীতে এ বিধান 'মনসুখ' বা রহিত হয়ে গেছে। অত:পর তিনি নামাযে আমিন চুপি স্বরে বলতেন। এতে উভয় প্রকার

হাদিসের মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্য আর থাকবে না।

ইমাম আযম আবু হানিফা (র.) এর মূলনীতি হলো পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। তাই তিনি হাদিস শরীফকে কুরআনে পাকের সাথে মিলিয়ে দেখতেন । অত:পর তিনি হাদিস শরীফটি গ্রহণ করতেন। এরই আলোকে তিনি উচ্চ স্বরে আমিন বলার বর্ণনা সম্বলিত হাদিস ও নিচু স্বরে বলার নির্দেশনা সম্বলিত হাদিস গুলোকে কুরআন পাকের আলোকে পর্যালোচনা পূর্বক দেখলেন যে, উচ্চ স্বরে আমীন বলার বর্ণনা সম্বলিত হাদিসগুলো কুরআনে পাকের আয়াত – ادعوا ربكم تضرعا وخفية অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনয় ও চুপি স্বরে ডাক"। এর সাথে মিলছেনা। কেননা আমীন হলো দোয়া। সুতরাং আয়াতে পাকের সাথে নিচু স্বরে আমিন বলার হাদিসগুলো ভালভাবেই মিলছে বিধায় তিনি এ হাদিস শরীফ সমূহকেই গ্রহণ করেছেন এবং নামাযে আমিন নিচু স্বরে বলা পক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করেছেন। একই পথ অনুসরণ করেছেন ইমাম মালেক (র.) বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিস ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (র.) এর বর্ণনা মতে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর পরবর্তী মত হচ্ছে আমিন চুপি স্বরে বলার পক্ষে। শুধু মাত্র ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) উচ্চ স্বরে বলার পক্ষে। (ওমদাতুলকারী শরহে বুখারী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৫০)

অতএব, নামাযে নিচু স্বরে আমিন বলার পক্ষে তিন ইমাম যথাক্রমে ইমাম আযম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী এর এক বর্ণনা মোতাবেক রাদিআল্লাহু আনহুম। বিশ্ব মুসলিমের উচিত এ মহান তিন ইমামের নির্দেশিত পথে হাদিস শরীফের উপর আমল করা।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এর এক বর্ণনা মোতাবেক তাঁকে উচ্চ স্বরে আমিন বলার পক্ষে ধরে নিলেও প্রথমোক্ত দুই মহান ইমাম যথাক্রমে ইমাম আযম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক রাদিআল্লাহু আনহুমা এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) এর পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ইমাম মুহাম্মদ (র.) চুপি স্বরে আমিন বলার পক্ষে।

আল্লামা আবু আবদিল্লা মুহাম্মদ ইবনে খালাফা ওস্তানী আব্বী মালেকী (ওফাত ৮২৮হি.) বলেন বহুল প্রচারিত বিষয় হলো- আমীন চুপি স্বরে বলা। তবে মওভেদ এ নিয়ে যে, যেসব নামাযে কেরাত চুপি স্বরে পড়া হয় ঐ সব নামাযে আমীন কিভাবে বলবে। এক মন্তব্য হলো মুসল্লি চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করবে কখন আমীন বলবে। অপর মত হলো ঐ সব নামাযে মুক্তাদি আমীন বলবে না। কেননা, আমীন তো ইমাম "ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" পাঠ করার পর বলতে হবে। এটা চিন্তা-ভাবনা করে মুক্তাদির পক্ষে সঠিক সময় নির্ণয় করা সম্ভব নয়। (শরহে সহীহ মুসলিম ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১৮৯ কৃত: আল্লামা গোলাম রসূল সাঈদী। প্রকাশক ফরিদ বুকস্টল, উর্দু বাজার, লাহোর, পাকিস্তান।)।

তদুপরি ইমাম এর আগে আমীন বলার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যথা ইমাম বায়হাকী (রহ.) বর্ণনা করেন,

عن ابی عثمان قال قال بلال رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لاتسبقنی تامین قال الشیخ رحمه الله فکان بلالا کان یؤمن قبل تامین النبی صلی الله علیه وسلم فقال لاتسبقنی تامین کما قال اذا امن الامام فامنوا -

হযরত আবু ওছমান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- হযরত বেলাল (রা.) বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহী ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- তুমি আমার আগে আমীন বলিও না। ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন- যেন হযরত বেলাল (রা.) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমীন বলার আগেই আমীন বলতেন- তাই তিনি বলেছেন - তুমি আমার আগে আমীন বলিও না। যেভাবে তিনি (অপর হাদিসে) ইরশাদ করেছেন যখন আমীন বলবে তখন তোমরা আমীন বল। (আস্‌সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫৬) মুক্তাদি আমীন না বলার পক্ষে প্রমান বিদ্যমান।

قال الطبری فی تهذیب الاثار انا ابو کریب نا ابو بکر بن عیاش عن ابی سعید ابی وائل قال لم یکن عمر وعلی یجهر ان بسم الله الرحمن الرحیم ولا آمین-

ইমাম তাবরী (রা.) "তাহযীবুল আছার" নামক গ্রন্থে আবু কুরাইব, আবু বক্‌র ইবনে আইয়াশ ও আবু সাঈদ রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে হযরত আবু ওয়ায়েল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- হযরত ওমর ও হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুমা নামাযে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ও আমীন উচ্চ স্বরে বলতেন না। (আল জাওয়াহারুন্নকী মাআস্‌সুনানিল কুবরা লিল বায়হাকী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৪৭)

حدثنا محمد بن المثنی حدثنا عبد الاعلی عن سعید عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سکتتان حفظتهما عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فانکر ذالك عمران بن حصین قال حفظنا سکتة فکتبنا الی ابی بن کعب بالمدینة فکتب ابی ان حفظ سمرة قال سعید فقلنا لقتادة ما هاتان السکتتان قال اذا دخل فی صلوته واذا فرغ من القرأة ثم قال بعد ذالك واذا قرأ ولا الضالین-

হযরত ইমাম তিরমিযী (রা.) মুহাম্মদ ইবনে মুছান্না, আবদুল আ'লা, সাঈদ, কাতাদা ও হাসান রাদিআল্লাহু আনহুমের সূত্রে হযরত সামুরা ইবনে জুনদাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহী ওয়াসাল্লাম থেকে দু'টি

Ysadri.blogspot.com

"সেক্তা" অর্থাৎ নিরবতা সংরক্ষণ করেছি। অতঃপর হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন (রা.) এটাকে অস্বীকার করে বললেন- আমরা তো একটি নিরবতা সংরক্ষণ করেছি। তখন আমরা মদীনা শরীফে অবস্থানরত হযরত ওবাই ইবনে কা'আব (রা.) এর নিকট লিখলাম। উত্তরে তিনি লিখলেন যে, হ্যাঁ হযরত ছামুরা দু'টি নিরবতা সংরক্ষণ করেছেন। (অর্থাৎ নামাযের দু'টি ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়ালিহী ওয়াসাল্লামকে নিরবতা অবলম্বন করতে দেখেছেন। অর্থাৎ ঐ দুই ক্ষেত্রে চুপি স্বরে পড়েছেন, উচ্চ স্বরে পড়েননি।) হযরত সাঈদ (রা.) বলেন- আমরা হযরত কাতাদা (রা.) কে বললাম ঐ দুই নিরবতা কি কি? তখন তিনি উত্তরে বললেন- যখন রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়ালিহী ওয়াসাল্লাম নামাযে প্রবেশ করতেন তখন একটি। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা এর পর যখন "ছানা" (সুবহানাকা.......) পড়তেন। আর যখন কেরাত শেষ করতেন। তারপর বললেন- যখন "ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" পড়া শেষ করতেন। (অর্থাৎ এখানে কেরাত বলতে সূরা ফাতেহা পাঠ শেষ করাকে বুঝিয়েছেন। তাই হযরত কাতাদা এর ব্যাখ্যা করে বললেন- যখন "ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" পড়া শেষ করতেন।

তিরমিযী শরীফ ১ম খন্ড,পৃষ্ঠা- ৩৪ باب ما جاء فى السكتين। আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১৩।

আলোচ্য হাদিস শরীফ দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতেহা পাঠান্তে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকাটা ছিল চুপি স্বরে "আমীন" বলার জন্য।

নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে ও চুপি স্বরে বলা প্রসংগে বর্ণিত হাদিস গুলোর সমাধানঃ

এ প্রসংগে হাদিসগ্রন্থ সমূহে দু'ধরনের হাদিস শরীফ বর্ণিত। তম্মধ্যে কয়েকটি হাদিসে আমীন উচ্চ স্বরে বলার প্রমাণ বিদ্যমান। অপর দিকে নামাযে "আমীন" চুপি স্বরে বলা প্রসংগে হাদিস শরীফ সমূহ এ গ্রন্থে পেশ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো আসলে সুন্নাত কোনটি। উচ্চ স্বরে বলা না কি চুপি স্বরে বলা। এটা নিয়ে মুজতাহেদীন কেরাম বিশেষতঃ চার মাযহাবের সম্মানিত ইমামগণের মতামত উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রা.) ও হযরত ইমাম মালেক (রা.) বলেন- আসল সুন্নাত হলো নামাযে আমীন চুপি স্বরে বলা। কেননা আমীন হচ্ছে দোয়া। আর দোয়ার ক্ষেত্রে উত্তম হলো নামাযে আমীন চুপি স্বরে বলা। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ادعوا ربكم تضرعا وخفية অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট নম্রতা ও চুপি স্বরে দোয়া কর। আর যে সব বর্ণনায় উচ্চ স্বরে আমীন বলেছেন মর্মে বর্ণিত আছে ঐগুলো ছিল উম্মতের প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্যে। যেমন হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়ালিহী ওয়াসাল্লাম চুপি স্বরে কেরাত সম্বলিত নামাযের ও কখনো কখনো " এক-দুই আয়াত উচ্চ স্বরে পাঠ করতেন। যাতে মুক্তাদিগণ জানতে পারে যে, তিনি অমুখ সূরা তেলাওয়াত করছেন। তেমনিভাবে একবার

হযরত ওমর ফারুক (রা.) তাঁর খেলাফত কালে বহিরাগত কিছু মানুষ দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে আগমন করলে তিনি নামাযে "ছানা" অর্থাৎ ছুবহানাকা .....উচ্চ স্বরে পাঠ করেছিলেন নবাগতদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে যেমনিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য করেছেন যথা ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন ان الجهر فيه لاجل تعلمية الناس بذالك আমীন উচ্চ স্বরে বলেছেন। অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমীন উচ্চ স্বরে বলাটা ছিল ঐ বিষয়ে মুক্তাদিগণকে শিক্ষা দেয়া। (ওমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৩)

অনুরূপভাবে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.) হাদিসটিকে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবু বিশির, দু'লাভী (র.) "কিতাবুল আছমা ওয়াল কুনা" নামক গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করেছেন وقال امين يمد بها صوته ما اراه الا يعلمنا অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমীন বলেছেন এবং আওয়ায দীর্ঘ করে বলেছেন। আমি ধারণা করেছি তিনি এভাবে বলেছেন আমাদের কে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে। (আদিল্লায়ে কামেলা- মৌং মাহমুদুল হাসান দেউবন্দী পৃষ্ঠা-৪৫। প্রকাশক শায়খুল হিন্দ একাডেমী, দারুল উলুম দেউবন্দ, প্রকাশকাল -১৪১০হি. ১৯৯০হি.)

অনুরূপভাবে বলা যায় যে, উচ্চ স্বরে বলতে ঐভাবে নয় যে, আওয়াযে কেরাত পড়েছেন। বরং আমীন বলার সময় আওয়ায নিচু করে ফেলেছেন। আর তা শুনতে পেয়েছেন যাঁরা তার একবারে পেছনেই প্রথমকাতারে দাড়িয়েছেন। যথা নাছায়ী শরীফের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين فسمعته وانا خلفه অর্থাৎ হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.) প্রথম কাতারে একেবারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেছনে দাড়িয়েছিলেন। যেখানে সাধারনত: হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহুমা দাঁড়াতেন। সম্মান প্রদর্শনের জন্য হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.) কে ওখানে দাঁড় করিয়েছেন। কেননা তিনি ইয়েমনের রাজপুত্র ছিলেন। এতে কাছে দাড়িয়েই তিনি আমীন শ্রবন করেছেন। উপরোক্ত ব্যাখ্যার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে আরো একটি হাদিস পেশ করা যায়। যথা-

حدثنا نصر بن على انا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن ابى عبد الله بن عم ابى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمع من يليه من الصف الاول-

হযরত ইমাম আবু দাউদ (রা.) নছর ইবনে আলী, ছাফওয়ান ইবনে ঈছা, বিশির ইবনে রাফে রাদিআল্লাহু আনহুম এর সূত্রে আবু হোরায়রা (রা.) এর চাচাত ভাই আবু আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়ালিহী ওয়াসাল্লাম

যখন "গায়রিল মাগদুবে আলাইহি ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" তেলাওয়াত করতেন তিনি আমীন বলতেন। যা তাঁর পেছনে প্রথমকাতারে থাকা ব্যক্তি শুনতেন পেতেন। (আবু দাউদ শরীফ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা - ১৩৫)

আলোচ্য হাদিসের বর্ণনা দ্বারা কতটুকু উচু আওয়াযে আমীন বলতেন তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে প্রথম কাতারের সবায় নয়। বরং তাঁর পেছনে খুব কাছে যাঁরা থাকতেন তারাই শুনতে পেতেন। সুতরাং আমীন বলার আওয়ায যে একেবারে নিচু স্বরে ছিল তা বুঝতে কারো সমস্যা হবার কথা নয়। ঐ বিষয়টাকে কেউ جهر স্পষ্ট আওয়াযে , رفع উচু আওয়াযে ও مدٌ দীর্ঘ আওয়াযে خفض নিচু আওয়াযে বলে বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আলোচ্য হাদিসের আলোকে خـــفـــض অর্থাৎ নিচু স্বরে আমীন বলেছেন এমনটিই সঠিক ও যথার্থ বর্ণনা হিসেবে গন্য। কারণ প্রথম কাতারে সবায় শুনেনি। বরং যারা তাঁর পেছনে একবারে কাছে দাঁড়াতেন তারাই শুনতে পেতেন। এতে বুঝা যায় আসলে বর্ণনাকারীর বর্ণনায় শব্দের তারতম্যের কারণে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। মূলত: নিচু আওয়াযে আমীন বলাই হলো সুন্নাত।

<u>নিচু স্বরে আমীন বলা প্রসংগে নানা প্রশ্নের উত্তর:</u>

প্রশ্ন: ১। তিরমিযী শরীফে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে "আমীন" প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে ومـدبها صوته অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম উচ্চ স্বরে আমীন বলেছেন।

উত্তর: مـــدٌ (মাদ্দা) শব্দের অর্থ যারা "আওয়ায উচু করেছে" মর্মে অর্থ গ্রহণ করেছেন। তারা ভূলে আছেন। কারণ শব্দটি مُـــدُّ (মুদ্দুন) থেকে উদ্বুত। এর অর্থ আওয়ায বড় করা নয়। বরং আওয়ায দীর্ঘ করা বা টেনে পড়া। অর্থাৎ তিনি آمين শব্দটিকে كـريم (করীমুন) এর মত পড়েননি। বরং قـــالـيـــن (ক্বা'লীন) آمـيـــن (আমীন) হিসেবে মদ্দ সহকারে পাঠ করেছেন। কেননা مـد (মদ্দ) এর বিপরীত শব্দ হলে قـصـر (কছর) অর্থাৎ তিনি "কছর" পড়েননি। বরং মদ্দ সহকারে পড়েছেন।

অতএব, এ শব্দ দ্বারা আমীন উচ্চ স্বরে বলার প্রমাণ হয় না।

প্রশ্ন:২। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, آمـيـــن (আমীন) হলো দোয়া। আর দোয়ার ক্ষেত্রে চুপি স্বরে বলাই উত্তম। কেউ বলতে পারে যে, "আমীন" দোয়া নয়। অতএব, উচ্চ স্বরে বলা ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই।

উত্তর: "আমীন" শব্দটি দোয়া এর অন্তর্ভূক্ত হওয়া কুরআন করীম ও হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত মুছা (আ.) আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, যথা-

ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلايؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم অর্থাৎ হে পরওয়ার দেগার! তাদের সম্পদ নষ্ট করে দাও এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দাও।

যাতে তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত যেন ঈমান গ্রহণ না করে।
আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করত: ইরশাদ করেন قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما অর্থাৎ তোমরা উভয়ের দোয়া কবুল করা হয়েছে। অতএব তোমরা দু'জন অটল থাকো।

এখানে স্পষ্টত: দোয়া করেছেন হযরত মুছা (আ.) কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলছেন তোমরা উভয়ের দোয়া কবুল করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুছা! তোমার এবং তোমার ভাই হযরত হারুন (আ.) এর দোয়া কবুল করা হয়েছে। অথচ এখানে হযরত হারুন (আ.)দোয়া করেছেন মর্মে স্পষ্টত: বর্ণনা নেই। এখানে আসল কথা হলো- হযরত মুছা (আ.) দোয়া করেছেন। আর হযরত হারুন (আ.) আমীন বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা ওনার আমীন বলাকে দোয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ ভাবে হাদিস শরীফে আমীন প্রসংগে বর্ণিত আছে- একজন দোয়াকারীকে কায়মনবাক্যে দোয়া করতে দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- اوجب ان ختم فقال رجل من القوم باى شئ يختم فقال بآمين সে যদি দোয়া শেষ করে, তাহলে নিশ্চিত কবুল হবে। তখন উপস্থিত একজন বললেন কিসের মাধ্যমে শেষ করবে? উত্তরে ইরশাদ করলেন- আমীন শব্দ দ্বারা। (আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৫) এতে প্রমাণিত দোয়ার সমাপ্তি আমীনের মাধ্যমে করলে নিশ্চয়ই দোয়া কবুল হবে। অতএব প্রমাণিত হলো আমীন শব্দটি দোয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অপর হাদিসে বর্ণিত আছে- قال عطاء آمين دعاء অর্থাৎ হযরত শোবা (রা.) বলেন- "আমীন" হলো দোয়া (বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১০৭)

প্রশ্ন:৩। ইবনে মাজা শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস শরীফে এভাবে আছে যে, রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম যখন "গায়রিল মাগ্‌দুবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" তেলাওয়াত করতেন- আমীন বলতেন, যা প্রথম কাতারে থাকা মুসল্লীগণ শুনতেন আর মসজিদে প্রতিধ্বনি হতো।

এতে স্পষ্টত: প্রমাণিত হয় যে, উচ্চ স্বরে আমীন না বললে মসজিদে প্রতিধ্বনি কিভাবে হবে। এতে বুঝা গেল যে, হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরাম নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে বলতেন। আলোচ্য হাদিসের আলোকে উত্তাপিত প্রশ্নের কয়েকটি জবাব রয়েছে-

এক: হাদিস শরীফটি পূর্ণরূপে পেশ করা হয়নি। বরং এর শুরুতে এভাবেই বর্ণিত আছে عن ابى هريرة قال ترك الناس التامين অর্থাৎ হযরত আবু হোরায়রা (রা.) অভিযোগের সুরে বলছেন যে, লোকজন নামাযে আমীন বড় করে বলা ছেড়ে দিয়েছে। তার পর তিনি অবশিষ্ট বক্তব্য যা প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, সাহাবা কেরাম কোন হাদিস শরীফ মোতাবেক আমল বর্জন করা উক্ত হাদিস শরীফটি মনসুখ বা রহিত

হবার উজ্জ্বল প্রমাণ। সুতরাং এটা হানাফী ও মালেকীদের পক্ষেই দলীল হিসেবে সাব্যস্ত। এ কারণেই প্রখ্যাত ফকীহ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত قال ابن مسعود ترك الناس الجهر بالتامين وماتركها الا لعلمهم بانسخ অর্থাৎ হযরত ইবনে মসউদ (রা.) বলেন– লোকজন নামাযে উচ্চ স্বরে আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছেন। আর এটা শুধুমাত্র বিষয়টি মনসুখ বা রহিত হবার বিষয়ে জানতে পেরেই ছেড়েছেন। (এনায়া শরহে হেদায়া ফতহুল ক্বদীর এর সাথে মুদ্রিত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা– ২৯৫।)

দুই: এটা رواية بالمعنى অর্থাৎ হুবহু শব্দ দ্বারা হাদিস বর্ণনা না করে তদস্থলে অন্য সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা। যা হাদিস শাস্ত্রে শর্ত সাপেক্ষে গ্রহণ যোগ্য। কারণ, বাস্তবতার নিরিখে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস শরীফটি নিয়ে কথা আছে। তাহলো ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয় গম্বুজ ওয়ালা মসজিদে। তখন তো এ ধরণের মসজিদ ছিল না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেজুর পাতার ছাউনিই ছিল। এতে ধ্বনি প্রতিধ্বনির প্রশ্নই আসে না।

তিন: আলোচ্য হাদিসে নামাযের বিষয়টি স্পষ্টত: বর্ণিত নেই। তাহলে হতে পারে এটা নামায বহির্ভূত অবস্থায় তেলাওয়াত করছিলেন এবং আমীন উচ্চ স্বরে বলেছেন। অতএব আলোচ্য হাদিস শরীফটি আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়।

চার: আলোচ্য হাদিসটি নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে বলার বিধান রহিত হবার পূর্বের। আর তা হযরত আবু হোরায়রা (রা.) অভিযোগ থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে। সুতরাং মনসুখ বা রহিত বিষয়টি দলীল হতে পারে না।

পাঁচ: নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে বলার বিধান সম্বলিত হাদিস ও নিচু স্বরে বলার বিধান হাদিসের মধ্যে পরস্পর বিরোধ বিদ্যমান। এমতাবস্থায় যে সব হাদিস শরীফ কুরআনে পাকের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হয়। ওটাই গ্রহণযোগ্য ও আমল যোগ্য বলে বিবেচিত। আমীন হলো দোয়া। আর দোয়া চুপি স্বরে উত্তম, বিশেষত: নামাযে পঠিত দোয়া সমূহ। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– ادعوا ربكم تضرعا وخفية অর্থাৎ তোমরা তোমাদের রবের নিকট দোয়া করো নম্রতা ও চুপি স্বরে। উল্লেখ্য যে, নামাযে অন্য কোন দোয়া উচ্চ স্বরে পাঠ করা হয় না। অতএব, নিচু স্বরে আমীন বলার বিধান কুরআনে পাকের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ বিধায় ওটাই আমল যোগ্য। আর উচ্চ স্বরে বলার বিধান কুরআনে পাকের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয় বিধায় এ সব হাদিস আমল যোগ্য নয়।

প্রশ্ন নং – ৪: আবু দাউদ শরীফে হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম যখন "ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" পাঠ করতেন তিনি আমীন বলতে এবং এটা উচ্চ স্বরে বলতেন। (আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা– ১৩৪ ও ১৩৫)

আলোচ্য হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম আমীন উচ্চ স্বরে বলতেন, সুতরাং যারা আমীন নিচু স্বরে বলেন– তাঁরা আলোচ্য হাদিসের কি জবাব দেবেন?

উত্তর: আলোচ্য হাদিসের কয়েক ভাবে সমাধান পেশ করা যেতে পারে। যেমন–
প্রথমত: আলোচ্য হাদিস শরীফের মূল বর্ণনাকারী হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.) থেকে তিরমিযী শরীফে مدّ بها صوته অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম আমীন বলার সময় মদ্দ সহকারে ضالين শব্দের মত করে টেনে পাঠ করেছেন মর্মে বর্ণিত হতে পারে আবু দাউদ শরীফের বর্ণনা সূত্রে বিদ্যমান কোন বর্ণনাকারী ওটাকে رفع بها صوته অর্থাৎ উচ্চ স্বরে পড়েছেন মর্মে روايته بالمعنى অর্থাৎ হুবহু শব্দ বর্ণনা না করে অন্য শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।
দ্বিতীয়ত: আবু দাউদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদিসে নামাযের মধ্যে পড়েছেন এমন উল্লেখ নেই। হতে পারে, উচ্চ স্বরে আমীন বলাটা নামাযের বহির্ভূত তেলাওয়াতে ছিল। সুতরাং হাদিস শরীফটি হানাফী ও মালেকীদের বিপক্ষে নয়। উল্লেখ যে, সূরা ফাতেহার তেলাওয়াত তো শুধু নামাযে নয়। বরং বাইরেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়।
তৃতীয়: আমীন হলো দোয়া। আর কুরআন করীম দোয়া চুপি স্বরে করার নির্দেশনা দিয়েছেন। বিশেষ করে নামাযের পঠিত দোয়া সমূহ। আলোচ্য হাদিস এদিক থেকে কুরআন পাকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় হিসেবে আমল যোগ্য নয়।
চতুর্থত: হতে পারে আলোচ্য হাদিসটি উচ্চ স্বরে আমীন বলার বিধান রহিত হবার আগে কার। কারণ প্রাথমিক অবস্থায় মুসল্লিদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে উচ্চ স্বরে বলা প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী সময়ে তা রহিত হয়ে যায় নিচু স্বরে আমীন বলার বিধান সম্বলিত হাদিসের মাধ্যমে। ইমাম আবু বিশির দোলাভী (রা.) "কিতাবুল আসমা ওয়াল কূনাতে" তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।
আমীন উচ্চ স্বরে বলার বর্ণনা সম্বলিত হাদিসগুলো "উসূলে হাদিস" এর আলোকে:
এক: ইমাম সুফিয়ান সৌরী (রা.) ও ইমাম শো'বা (রা.) এর বর্ণনা পরস্পর বিপরীত বাহ্যিক ভাবে। যেমন হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال امين مد بها صوته وفى رواية ابى داؤد فجهر بامين وفى اخرى له قال امين ورفع بها صوته –

আমি {ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.)} নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম কে শুনেছি তিনি "গাইরিল মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দোল্লীন" তেলাওয়াত করেছেন এবং "আমীন" বলেছেন। এতে আওয়াযকে লম্বা করেছেন। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত এক হাদিসে আছে আমীন উচ্চ স্বরে বলেছেন। অপর বর্ণনায় এসেছে আমীন উঁচু স্বরে বলেছেন। অতপর ইমাম শো'বা (রা.) একই হাদিসকে নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন।

قرأ غير المغضوب عليهم والا الضالين فقال امين وخفض بها صوته

অর্থাৎ করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম "গাইরিল মাগদূবে আলাইহিম

Yaqadri.blogspot.com

ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন" পাঠ করেছেন এবং আমীন বলেছেন নিচু স্বরে। ইমাম তিরমিযী (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন এবং উভয় বর্ণনা সম্পর্কে এভাবে মন্তব্য করেছেন -

حديث سفيان اصح من حديث شعبة فى هذا الى ان قال وخفض بها صوته وانما هو مدبها صوته-

অর্থাৎ হযরত সুফিয়ান সৌরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস এ বিষয়ে হযরত শো'বা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকে অধিকতর সহীহ। আর হযরত শো'বা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে. নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম আমীন নিচু স্বরে বলেছেন। আসলে এটা এভাবে হবে যে, তিনি এতে আওয়াযকে টেনেছেন। (তিরমিযী শরীফ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪) উল্লেখ যে, উপরে বর্ণিত "অধিকতর সহীহ" বলতে "উসূলে হাদিস" শাস্ত্রের দৃষ্টিতে "সহীহ" নয়। বরং এর অর্থ তুলনামূলক ভাবে হযরত সুফিয়ান সৌরী (রা.) এর হাদিস হযরত শো'বা (রা.) এর হাদিস থেকে শক্তিশালী। আর "উসূলে হাদিস" এর দৃষ্টিতে "সহীহ" হলে আবশ্যই ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাদিআল্লাহু আনহুমা এ হাদিস সংকলন করবেন। কারণ উভয়ের বর্ণিত হাদিসে মূলবাক্যের তারতম্য এর সাথে সাথে সনদ বা বর্ণনা সূত্রেও ভিন্নতা বিদ্যমান।

এ প্রসংগে ইমাম বদরুদ্দীন আইনী শরহে বুখারী (রা.) বলেন- تخطئة مثل شعبة خطاء وكيف وهو امير المؤمنين فى الحديث অর্থাৎ ইমাম শো'বা (রা.) এর ভুল ধরাও একটি ভুল সিদ্ধান্ত। কেননা তিনি হাদিস শাস্ত্রের ক্ষেত্রে "আমীরুল মু'মেনীন" উপাধিতে ভূষিত। অনুরূপভাবে তিনি ইমাম শোবা (রা.) এর আরোপিত অন্যান্য প্রশ্নাবলীরও যথাযথ জবাব দিয়েছেন। (ওমদাতুলক্বারী, শরহে বুখারী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা- ৫১)

দুই: ইমাম দারাকুতনী (রা.) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে উচ্চ স্বরে আমীন বলা প্রসংগে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ওটা ও "সহীহ" নয়। কারণ, এর সনদ বা বর্ণনা সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে ওছমান ও তাঁর ওস্তাদ ইছহাক ইবনে ইব্রাহীম যুবায়দী নামক বর্ণনাকারীদ্বয় হাদিস বিশারদগণের দৃষ্টিতে বিতর্কিত ও সমালোচিত।

তিন: ইমাম দারাকুতনী (রা.) এ বিষয়ে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকেও একটি হাদিস সংকলন করেছেন। কিন্তু ওটাও সহীহ নয়। কেননা ঐ হাদিসের বর্ণনা সূত্রে বাহরুচ্ছাক্বা নামে এক দূর্বল বর্ণনাকারী বিদ্যমান।

চার: ইমাম ইবনু মাজা (রা.) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ওটাও "সহীহ" নয়। কারণ এর হাদিসটি হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে তাঁর চাচাত ভাই আবু আবদিল্লাহ বা আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি কোন স্তরের মুহাদ্দিস বা বর্ণনাকারী, তাঁর অবস্থা জানা যায়নি। অত:পর তাঁর শিষ্য, বিশির ইবনে রাফে

আলহারেছী অত্যন্ত দুর্বল। তাঁর সম্পর্কে ইমাম ইবনু হিব্বান (রা.) বলেন يروى الموضوعات অর্থাৎ বিশির ইবনে রাফে আলহারেছী জাল হাদিস সমূহ বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাছায়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন রাদিআল্লাহু আনহুম আবুল আছবাত বিশির ইবনে রাফে আলহারেছীকে "দয়ীফ" বা দুর্বল বলে বর্ণনা করেছেন। (ওমদাতুলক্বারী শরহে বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৫১)

পাঁচ: ইমাম বায়হাকী (রা.) তাঁর সংকলিত "আল মা'রেফাত" নামক গ্রন্থে উম্মুল হোছাইন (রা.) থেকে আমীন উচ্চ স্বরে বলা প্রসংগে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেটিও "সহীহ" নয়। কারণ এর সনদ বা বর্ণনাসূত্রে ইছমাঈল ইবনে মুসলিম নামক বর্ণনাকারী হাদিস বিশারদগণের দৃষ্টিতে "দয়ীফ" বা দূর্বল। এ প্রসংগে ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রা.) বলেন- উম্মুল হোছাইনের হাদিসটির হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রা.) এর হাদিসের বিপরীত। নারীর তুলনায় পুরুষই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে অধিকতর অবহিত। বিধায়, এটিও গ্রহণযোগ্য নয়। (ওমদাতুলক্বারী শরহে বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৩)

<u>আমীন বলার ক্ষেত্রে সালফে সালেহীন এর আমল:</u>

এ প্রসংগে ইমাম তাবারী (রা.) বলেন- ان اكثر الصحابه والتابعين رضى الله عنهم كانوا يخفون بها অর্থাৎ অধিকাংশ সাহাবা কেরাম ও তাবেয়ীন আমীন চুপি স্বরে বলতেন। (এ'লাউচ্ছুনান ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৩, আদিল্লায়ে কামেলা পৃষ্ঠা-৪৩)

অবশ্য অল্প বয়স্ক সাহাবাদের যুগে,বিশেষত: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) আমীন উচ্চ স্বরে বলার প্রচলন করেন। তাঁর সময়ে "রাজধানী" ছিল মক্কা মুকাররমা। ফলে এতে আমীন উচ্চ স্বরে বলার নিয়ম প্রচলিত হয়। এ কারণে হযরত ইমাম শাফেয়ী (রা.) যেহেতু মক্কা শরীফে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি উচ্চ স্বরে বলার মত অবলম্বন করেছেন। অপরদিকে মদীনা শরীফের অবস্থা ছিল ভিন্ন ধরনের। অর্থাৎ ওখানে তখন আমীন চুপি স্বরে বলা নিয়ম প্রচলিত ছিল। তাই হযরত ইমাম মালেক (রা.) চুপি স্বরে বলার মত অবলম্বন করেছেন। কারণ, তাঁর নিকট মদীনাবাসীদের আমল মৌলিক নীতি মালার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি। কেননা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামের শেষ সময় ওখানে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি মদীনাবাসীদের যেসব আমল যেভাবে পালনের নিয়ম -পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত রেখেগেছেন। এতে কোন প্রকার নস্খ বা রহিত হবার নূন্যতম সম্ভাবনা আর অবশিষ্ট থাকে না।

অতএব হযরত ইমাম মালেক (রা.) নামাযে আমীন চুপি স্বরে বলার পক্ষে অবস্থান নেয়া একবার উজ্জ্বল প্রমাণ যে, মদীনাবাসী তখন নামাযে আমীন চুপি স্বরে বলতেন। আর তা নি:সন্দেহে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামের মাদানী জীবনে আমীন চুপি স্বরে বলার অকাট্য প্রমাণ।

Yqadri.blogspot.com

কোনটি সুন্নাত উচ্চ স্বরে না চুপি স্বরে:

উল্লেখ্য যে, নামাযে ইমাম ও মুক্তাদির করণীয় সমূহ স্পষ্ট। ইমাম যেসব নামাযে কেরাত উচ্চ স্বরে পাঠ করার বিধান রয়েছে। ঐগুলোতে কেরাত, তারপর তাকবীর ও সালাম উচ্চ স্বরে বলেন। অত:পর অন্যান্য বিষয় ইমাম ও মুক্তাদি উভয় পক্ষ চুপি স্বরেই পাঠ করেন। আমীন ও এরই অন্তর্ভূক্ত বিধায়, এটিও চুপি স্বরে বলাই হলো আসল। এটি উচ্চ স্বরে বলতে হবে মর্মে যে দাবী তা প্রমাণ করতে হলে স্পষ্ট সহীহ হাদিসের প্রয়োজন। সাথে সাথে নিম্নবর্ণিত দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয় সন্দেহাতীত রূপ প্রমাণ করতে হবে।

এক: এটি প্রমাণ করতে হবে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম সবসময় নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে বলতেন। এটি প্রমাণ করা ছাড়া আমীন উচ্চ স্বরে বলাই আসল সুন্নাত তা প্রমাণ হতে পারে না। কেননা সহীহ বর্ণনা মতে উচ্চ স্বরে বলা যে, শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ছিল তা প্রমাণিত। সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম নামাযে আমীন সব সময় উচ্চ স্বরে বলতেন তা প্রমাণ করা ছাড়া উচ্চ স্বরে বলা সুন্নাত দাবী করার কোন সুযোগ নেই।

দুই: অথবা কমপক্ষে এটা প্রমাণ করতে হবে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম একেবারে সর্বশেষ নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে বলেছিলেন। যাতে উচ্চ স্বরে বলার বিধান মানসুখ বা রহিত হবার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। যদি এটা প্রমাণ করা না যায় তাহলে এ দাবী করা অবশ্যই যৌক্তিক হবে যে, উচ্চ স্বরে বলার পূর্ববর্তী বিধান চুপি স্বরে বলার বিধানের মাধ্যমে মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ উচ্চ স্বরে আমীন বলার বিধান প্রথম দিকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত ছিল। পরবর্তী সময়ে চুপি স্বরে বলার মৌলিক অবস্থায় ফিরে আসার মাধ্যমে উচ্চ স্বরে বলার বিধান রহিত হয়ে গেছে। অতএব, মানসুখ বা রহিত হবার সম্ভাবনা দূরিভূত করার জন্য এ কথা জরুরী যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামের একেবারে শেষ নামাযে তিনি আমীন উচ্চ স্বরে পড়েছিলেন। তা প্রমাণ করা।

উপরোক্ত দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি প্রমাণ করা না গেলে উচ্চ স্বরে আমীন বলার বিধান বহাল আছে তা প্রমাণিত হচ্ছে না। তেমনিভাবে মানসুখ বা রহিত হওয়াও প্রমাণিত হচ্ছে না। বরং উভয় সম্ভাবনা সমানভাবে বহাল থাকছে। কেননা, উচ্চ স্বরে আমীন বলার বিধান সম্বলিত হাদিসগুলো উচ্চ স্বরে বলার বিধান বহাল থাকার প্রমাণ করছে। সাথে সাথে উচ্চ স্বরে বলার বিধান সম্বলিত হাদিসগুলো চুপি স্বরে বলার বিধান সম্বলিত হাদিস গুলোর নাছিখ বা রহিতকারী হতে পারে না। কেননা নুস্খ বা রহিত হবার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিপরীত হওয়া জরুরী। অতপর নাছিখ বা রহিতকারী হাদিস অবশ্যই মনসুখ বা রহিতকৃত হাদিস এর পরে হতে হবে সময়ের দিক থেকে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোন হাদিস পরবর্তী হাদিসকে রহিত করতে পারে না। বরং রহিতকরণের ক্ষেত্রে সব সময় পরবর্তী হাদিস পূর্ববর্তী কে রহিত করে। এখানে উচ্চ স্বরে আমীন বলার বর্ণনা সম্বলিত হাদিস সমূহের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী হওয়াও প্রমাণিত নেই। পরবর্তী হওয়াও প্রমাণিত নেই। ফলে এ সব হাদিস চুপি স্বরে আমীন বলার বর্ণনা সম্বলিত হাদিসগুলোর নাছিখ বা রহিতকারী হতে পারে না।

অতপর চুপি স্বরে বলার বিধান সম্বলিত হাদিসগুলো যেহেতু নামাযে দোয়ার ক্ষেত্রে মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেহেতু আপন জায়গায় বহাল। উচ্চ স্বরে বলার বিধান সম্বলিত হাদিস না থাকলে চুপি স্বরে বলার বিধান সম্বলিত হাদিসগুলোর উপর আমলকরা ওয়াজিব হত। যেহেতু উচ্চ স্বরে বলার পক্ষেও হাদিস বিদ্যমান তাই নিচু স্বরে আমীন বলার বিধান সম্বলিত হাদিস সমূহের উপর আমল ওয়াজিব না হলেও কমপক্ষে উত্তম তো অবশ্যই হবে।

এখন কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়গুলো চুপি স্বরে বলার বিধান সম্বলিত হাদিস গুলোর ক্ষেত্রে আরোপ করে অর্থাৎ এ হাদিস একেবারে শেষ নামাযে আমীন চুপি স্বরে বলেছিলেন। বিধায় এটা মনসুখ হতে পারে না। বা তিনি সর্বদা আমীন চুপি স্বরে বলতেন তাও তা প্রমাণিত নেই। সুতরাং চুপি স্বরে বলার বর্ণনা সম্বলিত হাদিস গুলোর ক্ষেত্রেও তা রহিত হওয়া না হওয়া উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান।

তার উত্তরে বলা হবে যে, চুপি স্বরে বলার বর্ণনা সম্বলিত হাদিস গুলো উচ্চ স্বরে বলার বর্ণনা সম্বলিত হাদিসগুলোর জন্য নাছিখ বা রহিতকারী সাব্যস্ত না হলেও চুপি স্বরে আমীন বলা উত্তম হবার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ। কেননা আমীন ও নামাযে পঠিত অন্যান্য দোয়ার মত একটা দোয়া। নামাযে অন্যান্য দোয়া যেভাবে চুপি স্বরে পড়া হয়, আমীন ও চুপি স্বরে পড়া হবে।

শেষ কথা: নামাযে আমীন উচ্চ স্বরে ও চুপি স্বরে বলার ক্ষেত্রে হাদিস শরীফ সমূহ বিদ্যমান। উপরোক্ত আলোচনা-পর্যালোচনায় প্রমাণিত যে, ইমাম আযম আবু হানিফা (রা.) ও ইমাম মালেক (রা.) নামাযে আমীন চুপি স্বরে বলার পক্ষে। আর ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা.) উচ্চ স্বরে বলার পক্ষে। হানাফী মালেকীগণ কোন সময় এক কথা বলেননি যে, অবশ্যই আমিন চুপি স্বরে বলতে হবে। যা উচ্চ স্বরে বলছে তাদের নামায শুদ্ধ নয়। তেমনি ভাবে শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ বলেননি। কিন্তু বর্তমানে যারা এভাবে বলে বা লিখে চলেছে যে, আমীন উচ্চ স্বরে বলতে হবে। তারা সীমা লঙ্ঘন করছে এবং সরল প্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে। হানাফী মুসলমানদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি ছড়িয়ে নতুন ফিতনা -ফাসাদ ছড়ানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা চার মাযহাবের কোন একটির অনুসারী নয়। বরং তারা লা-মাযহাবী, গায়রে মুকাল্লিদ, আহলে হাদিস বা মালাকী নামে পরিচিত। আক্বীদাগত দিক থেকেও তারা ভ্রান্ত। এদেশের সর্বস্তরের হানাফী মুসলমানদের বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আমার এর ক্ষুদ্র প্রায়স। যাতে হানাফী মুসলমানগণ জানতে পারে যে, আমাদের নামাযে "আমীন" চুপি স্বরে বলার পক্ষেও পবিত্র হাদিস শরীফ সমূহ বিদ্যমান।

সম্মানিত পাঠকদের নিকট একান্ত আবেদন তথ্যগত কোন ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টি গোচর হলে জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

وآخر دعونا ان الحمد لله ربّ العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم والصادق المصدوق الامين وعلى اله الطيبين واصحابه الطاهرين والتابعين المكرمين خاصّة على امامنا الأعظم ابى حنيفة نعمان بن ثابت سراج الامة وامام المسلمين-

www.Facebook.com/Y.BICS

Www.Facebook.com/Hafezyusuf90

Www.Twitter.com/Aayqadri

Www.Instagram.com/Aayqadri

Www.Yqadri.tumblr.com

Www.Yqadri.blogspot.com

Www.Yqadri.WordPress.com